প্রকাশনার ৮৫ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৬ ❖ ৩ - ৯ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

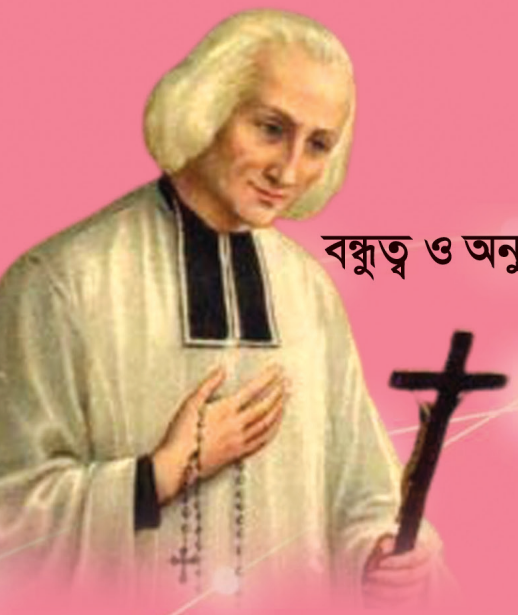

বন্ধুত্ব ও অনুতাপীদের বন্ধু সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী

বন্ধু ও বন্ধুত্ব একটি সম্পর্ক

বন্ধুত্ব

আদিবাসীদের ‘আদিবাসী’ বলার ও লেখার প্রকৃত স্বাধীনতা নেই

কৃতিত্ব

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অপার দয়া ও আশীর্বাদে, আমাদের একমাত্র মেয়ে প্রকৌশলী **অমিশা ফ্লোরেন্স গমেজ,** ১০০% কোরিয়ান গভর্নমেন্ট স্কলারশিপে এক বছরের কোরিয়ান ভাষা শিক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করে, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে Inha University থেকে Energy Resources Engineering বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে B.Sc Engineering Degree অর্জন করে। উল্লেখ্য যে, অমিশা YWCA স্কুল হতে PSC এবং Holy Cross School & College হতে JSC, SSC এবং HSC সকল পরিক্ষায় Golden GPA পেয়ে কৃতকার্য হয়। বর্তমানে, ২০২৫ সালের জুলাই মাসে দক্ষিণ কোরিয়ার খ্যাতনামা Hyundai Engineering and Construction (HDEC) কোম্পানিতে Sustainable Engineer হিসেবে New Energy Department-এ পেশাগত জীবনের প্রথম পদচারণা শুরু করেছে। তার এই সাফল্যে তার পরিবার ও আত্মীয় স্বজন সকলে আনন্দিত ও গর্বিত। প্রার্থনা করি, প্রকৌশলী অমিশা ফ্লোরেন্স গমেজের সামনের দিনগুলো এমন সাফল্যমন্ডিত হোক।

পরিবারবর্গ

দিদিমা : লুসি ডি ক্রুশ
বাবা ও মা : শিমুল গমেজ ও প্রমিলা ডি ক্রুশ
বড় ভাই ও বৌদি : অমিয় গমেজ ও ভ্যালেন্টিনা গমেজ
ঠিকানা: মঠবাড়ি, উলুখোলা, গাজীপুর

বিজ্ঞ/১৫৯/২৫

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

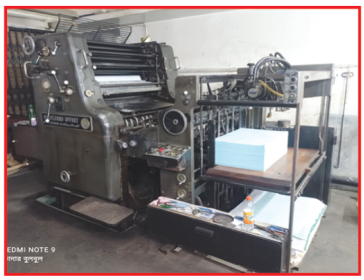

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

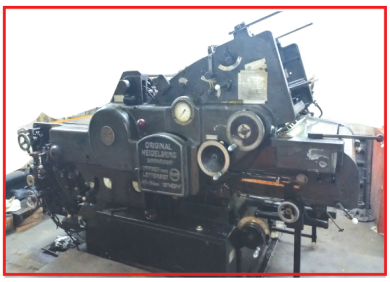

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ২৬
০৩ আগস্ট - ০৯ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
১৯ শ্রাবণ - ২৫ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ভিন্নতা বাধা নয়, সেতুবন্ধন গড়ার সুযোগ

আগস্ট বাংলাদেশীদের জীবনে এব বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার জুলাই সংগ্রামের বিজয় সূচিত হয় আগস্টে। বৈষম্যহীন অন্যকথায় একতাবদ্ধ সমাজ গড়ার সংগ্রামে দেশ এখনো হাবুডুবু খাচ্ছে। নিজেকে ও নিজের স্বার্থকে বড়ো করে দেখতে এবং তা চরিতার্থ করতে প্রয়াসী হওয়ায় একতা আসছে না। এমনিতর অবস্থাতে আগস্টের ১ম রবিবারে পালন করা হবে বিশ্ব বন্ধু দিবস এবং ৯ আগস্ট পালন করা হবে বিশ্ব আদিবাসী দিবস। এই দুই দিবসের মধ্যবর্তী সময় ৪ আগস্ট খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করবে সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী নামে একজন সহজ, সরল, নির্মোহ ও পরার্থে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিকে। যিনি অষ্টাদশ শতকে নিজ জীবনের আদর্শে ও আলোতে ফ্রান্সের কুখ্যাত আর্স নগরীকে বিখ্যাত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর্সের মাদকাসক্ত ও ঝগড়াপ্রবণ সমাজকে আলোকিত করতে যাজক জন মেরী ভিয়ান্নী বেছে নিয়েছিলেন প্রায়শ্চিত্ত ও প্রার্থনার পথ। সংকট উত্তরণে ও প্রতিকূলতা মোকাবেলা করতে তার দক্ষতা ছিল যিশুর বন্ধুত্বকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা এবং তা নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করা। যিশু আমাদেরকে বন্ধু বলেছেন এবং বন্ধুর জন্য প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালোবাসা আর কিছু হতে পারে না তা-ও বলেছেন। যিশু আমাদের পরম বন্ধু বলেই আমাদের জন্য প্রাণ দিয়ে বন্ধুত্বকে মহিমান্বিত করেছেন। যিশুর বন্ধুত্ব ছিল উন্মুক্ত। পাপী-তাপী, অবহেলিত, পিছিয়ে পড়ারাই যিশুর বন্ধুর তালিকায় প্রথমদিকে ছিল।

সমাজে সাধারণত দেখি বন্ধুত্ব হয় সমানে-সমানে। যিশু ও সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর ভাবনা ভিন্ন। তারা বন্ধুত্ব গড়েছেন পাপীতাপীদের সাথে। তাদের বন্ধুত্ব ছিল জীবন রূপান্তরকারী। সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর বন্ধুত্বের ছোঁয়ায় পরিবর্তন হয় আর্সের জনগণ। এ ঘটনার মাধ্যমে আবারো প্রমাণ হয়, একজন বন্ধু পারে আরেক বন্ধুকে উন্নত ও সুস্থ জীবন দিতে।

সহমর্মিতা, সমতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার বন্ধনকে উদ্‌যাপন করতে বছর ৩ আগস্ট বিশ্ব বন্ধু দিবস আর আদিবাসীদের অধিকার, অস্তিত্বের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের প্রত্যয় গড়ে তুলতে ৯ আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালন করা হবে; যা জাতিসংঘ ঘোষিত একটি গুরুত্বপূর্ণ দিবস।

বাংলাদেশে বসবাসরত গারো, মারমা, সাঁওতাল, চাকমা, খাসিয়া, ওঁরাওসহ অসংখ্য আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনের দর্শন নিয়ে এক অনন্য বৈচিত্র্যের অংশ। অথচ বাস্তবতায় তারা সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলধারায় অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। অনেক সময় তারা বন্ধু নয়, যেন পর। ভূমি হারানো, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় বৈষম্য, মাতৃভাষার অবজ্ঞা - এইসব মিলিয়ে আদিবাসীদের জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে চ্যালেঞ্জিং।

তাই বন্ধু দিবসে এই প্রশ্ন আমাদের সামনে আসে - আমরা কি আদিবাসীদের যথাযথভাবে আপন করে নিয়েছি? বন্ধুত্ব কি কেবল নিজের মতো মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, নাকি তা ছড়িয়ে পড়েছে সমাজের সেই প্রান্তিক মানুষগুলোর দিকেও, যাদের জীবনের গল্প আলাদা, কিন্তু স্বপ্নগুলো আমাদেরই মতো?

বন্ধুত্বের সত্যিকার অর্থ কেবল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুভেচ্ছা জানানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর গভীরতা তখনই প্রকাশ পায়, যখন আমরা ভিন্ন জীবনধারার মানুষদের পাশে দাঁড়াই, তাদের কণ্ঠস্বরকে শ্রবণযোগ্য করি, এবং তাদের অধিকার রক্ষায় নিজেকে সম্পৃক্ত করি। বন্ধুত্ব মানে ভিন্নতাকে বরণ করে নেওয়া। এটি কেবল সংস্কৃতির নয়, অধিকারেরও ভাগীদার করে তোলা। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশে আদিবাসীরা নিজেদেরকে 'আদিবাসী' লিখতে বা বলতে পারছে না।

আজকের বাংলাদেশে দরকার এমন এক সামাজিক বন্ধন, যা আদিবাসী, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, নারী, সংখ্যালঘু ও মূলধারার সব মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতির সেতু গড়ে। রাষ্ট্রীয় নীতিতে, শিক্ষা ব্যবস্থায়, গণমাধ্যমে এবং আমাদের প্রতিদিনের আচরণে প্রতিফলিত হতে হবে বন্ধুত্বের সেই অন্তর্নিহিত মানবিক বোধ। বন্ধুত্ব মানব জীবনকে প্রভাবিত করে। প্রকৃত বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও প্রীতি'র উপর। তাই ডিজিটাল বন্ধু নয়, আমরা যেন প্রকৃত বন্ধু হয়ে ওঠতে পারি। †

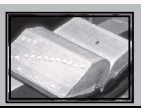

সাবধান, সব ধরণের লোভ থেকে দূরে থাক, কারণ প্রাচুর্যে থাকলেও মানুষের জীবন তার সম্পত্তির উপর নির্ভর করে না। (লুক ১২:১৫)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

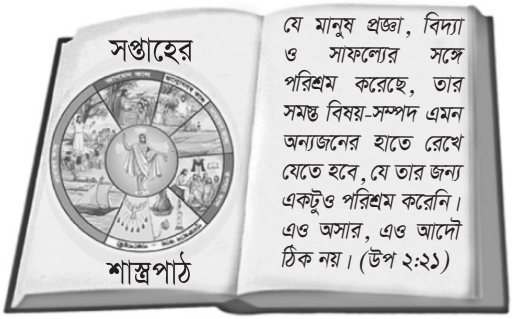

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ০৩ আগস্ট - ০৯ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

৩ আগস্ট, রবিবার
সাধারণকালের ১৮শ রবিবার *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)*
উপ ১:২--২: ২১-২৩, সাম ৯০: ৩-৪, ৫-৬, ১২-১৩, ১৪-১৭, কল ৩: ১-৫, ৯-১১, লুক ১২: ১৩-২১

৪ আগস্ট, সোমবার
সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী, যাজক, *স্মরণ দিবস*
গণনা ১১: ৪খ-১৫, সাম ৮১: ১১-১৬, মথি ১৪: ১৩-২১ (অথবা ১৪: ২২-৩৬) অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:* এজে ৩: ১৬-২১, সাম ১১৭: ১-২, মথি ৯: ৩৫--১০: ১

৫ আগস্ট, মঙ্গলবার
মারীয়ার নামে নিবেদিত মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস
গণনা ১২: ১-১৩, সাম ৫১: ১-৫, ১০-১১, মথি ১৪: ২২-৩৬ (অথবা ১৫: ১-২, ১০-১৪) *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:* প্রত্যা ২১: ১-৫, সাম যুদিথ ১৩: ১৮-১৯, লুক ১১: ২৭-২৮

৬ আগস্ট, বুধবার
প্রভু যীশুর দিব্য রূপান্তর, *পর্ব*
দানি ৭: ৯-১০, ১৩-১৪ (বিকল্প: ২ পিতর ১: ১৬-১৯), সাম ৯৭: ১-২, ৪-৬, ৯, লুক ৯: ২৮-৩৬

৭ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
সাধু দ্বিতীয় সিক্স্তাস, পোপ, এবং **সঙ্গীগণ,** সাক্ষ্যমরণগণ,
সাধু কাজেতান, *যাজক*
গণনা ২০: ১-১৩, সাম ৯৫: ১-২, ৬-৭, ৮-৯, মথি ১৬: ১৩-২৩

৮ আগস্ট, শুক্রবার
সাধু ডমিনিক, যাজক, *স্মরণ দিবস*
২ বিব ৪: ৩২-৪০, সাম ৭৭: ১২-১৩, ১৪-১৫, ১৬, ২১, মথি ১৬: ২৪-২৮

৯ আগস্ট, শনিবার
ক্রুশভক্তা সাধ্বী তেরেজা বেনেডিক্ট, কুমারী ও ধর্মশহীদ
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে
২ বিব ৬: ৪-১৩, সাম ১৮: ১-৩, ৪৬, ৫০, মথি ১৭: ১৪-২০

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৪ আগস্ট, সোমবার
+ ১৯৬৫ সি. এগ্‌লে ফার্তিয়ে, সিএসসি
+ ২০২১ ফা. কর্ণেলিউস মুর্মু (রাজশাহী)

৫ আগস্ট, মঙ্গলবার
+ ১৯৩৬ ফা. আঞ্জেলো রে., পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০২ ব্রা. জুসেপ্পে মাজোলো, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১১ সি. সিসিলিয়া গমেজ, আরএনডিএম (ঢাকা)

৬ আগস্ট, বুধবার
+ ১৯৫৭ ফা. আলেস্‌সান্দ্রো বোত্তিনেল্লী (দিনাজপুর)
+ ২০০৫ সি. ফির্মিনা কস্তা, সিআইসি (দিনাজপুর)

৭ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৩০ সি. এম. আলবার্টিন, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৬৬ ফা. যাকোব এস. গমেজ ভুরা (ঢাকা)
+ ২০০৬ ফা. জি. এম. তুরঁজো, সিএসসি
+ ২০১৬ সি. মেরী করুণা, এসএমআরএ (ঢাকা)

৮ আগস্ট, শুক্রবার
+ ১৯৭৩ সি. সেত-দুলর দঁদুর্, সিএসসি

৯ আগস্ট, শনিবার
+ ১৯২২ সি. এম. ইউফ্রোজিন, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৪ সি. এম. জেমস দেশাই, আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০২২ সি. মেরী হেলেন, এসএমআরএ (ঢাকা)

ঈশ্বরের পরিত্রাণ: বিধান ও অনুগ্রহ

১৯৯০ ধর্মময়করণ ঐশপ্রেমের বিরোধীশক্তি পাপ থেকে মানুষকে নিরাসক্ত করে, ও তার পাপপূর্ণ হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে। পাপের ক্ষমাদানের জন্যে ঈশ্বরের দয়াশীলতার উদ্যোগের ফলেই আসে ধর্মময়তা। ধর্মময়তা মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত করে; পাপের দাসত্ব হতে মুক্তি দেয়, ও তাকে নিরাময় করে।

১৯৯১ ধর্মময়করণ একই সঙ্গে আবার যিশু খ্রীস্টের উপর বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ধর্মময়তাকেও গ্রহণ করা বুঝায়। ধর্মময়তার (অথবা "ন্যায়তার") অর্থ হচ্ছে এখানে ঐশপ্রেমের ন্যায়পরায়ণতা। ধর্মময়করণের মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাস, আশা, ও প্রেম বর্ষিত হয় এবং ঐশ ইচ্ছার প্রতি বাধ্যতা প্রদান করা হয়।

১৯৯২ আমরা ধর্মময়তার যোগ্য হয়ে উঠেছি খ্রীস্টের যাতনাভোগের দ্বারা, যিনি নিজেকে ক্রুশের উপর জীবন্ত,পবিত্র ও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সন্তোষ্টজনক বলিরুপে উৎসর্গ করেছেন, এবং তাঁর রক্ত হয়ে উঠেছে সব মানুষের পাপের ক্ষতিপূরণের উপায়স্বরুপ। বিশ্বাসের সংস্কার দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের ধর্মময়তা লাভ করে। তা আমাদেরকে ঈশ্বরের ধর্মময়তার অনুগত করে। ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতার দ্বারা আত্মিকভাবে আমাদেরকে ধর্মময় করে তোলেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বর ও খ্রীস্টের গৌরব, ও শাশ্বত জীবন দান।

১৯৯৩ ধর্মময়করণ ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও মানুষের স্বাধীনতার মধ্যে সহযোগীতা প্রতিষ্ঠা করে। মানুষের দিক থেকে এ সহযোগীতা প্রকাশ ঘটে ঈশ্বরের বাণীর প্রতি তার সম্মতি জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে, যা তাকে মনপরিবর্তনের আহ্বান জানায়; এবং যিনি মানুষের বিশ্বাসের সম্মতির অগ্রবর্তী হন ও তা রক্ষা করেন, সেই পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত প্রেমের সহযোগীতায় তার প্রকাশ ঘটে:

ঈশ্বর যখন পবিত্র আত্মার আলোকসম্পাত দ্বারা মানুষের অন্তর স্পর্শ করেন, মানুষ নিজে তখন অনুপ্রেরণা গ্রহণ করার সময় নিষ্ক্রিয় থাকে না, কারণ সে তা বর্জন করতে পারত; তবুও, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া, তার নিজের স্বাধীন ইচ্ছার বলে নিজেই ঈশ্বরের সামনে ধর্মময়তার দিকে অগ্রসর হতে পারে না।

১৯৯৪ ধর্মময়করণ ঈশ্বরের সর্বোত্তম কর্ম যা যিশু খ্রিস্টেতে প্রকাশিত হয় ও পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রদত্ত হয়। সাধু আগস্তিনের মতে "দুর্জনকে ধর্মময়করণ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির চেয়েও মহত্তর কর্ম," কারণ "আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী বিলুপ্ত হবে, কিন্তু মনোনীতদের পরিত্রাণ ও ধর্মময়তা... কখনও বিলুপ্ত হবে না। তিনি আরও মনে করেন যে, পাপীদের ধর্মময়করণ ন্যায্যতায় দূতগণের সৃষ্টি করা থেকেও শ্রেষ্ঠতর, কারণ ধর্মময়করণ মহত্তর অনুগ্রহের সাক্ষ্য বহন করে।

১৯৯৫ পবিত্র আত্মা আমাদের আভ্যন্তরীণ জীবনের প্রভু। "অন্তরের মানুষটি" জন্ম দান করে ধর্মময়করণে সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় তার সম্পূর্ণ পবিত্রীকরণ:

তোমরা যেমন আগে জঘন্য কর্মের লক্ষ্যে নিজেদের অঙ্গগুলিকে অশুচিতা ও জঘন্য কর্মের কাছে দাস হিসেবে সঁপে দিয়েছিলে, তেমনি এখন পবিত্রীকরণের লক্ষ্যে নিজেদের অঙ্গগুলিকে ধর্মময়তার কাছে দাস হিসাবে সঁপে দাও... কিন্তু এখন, পাপের হাত থেকে মুক্ত হয়ে ও ঈশ্বরের সেবায় উত্তীর্ণ হয়ে তোমরা পবিত্রতাজনক ফল পাচ্ছ। আর এর শেষ পরিণাম অন্তত জীবন।

সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীকে যে কারণে মনে রাখতে হবে

ফাদার নরেন জে বৈদ্য

কী কারণে সাধু ভিয়ান্নীকে মনে রাখতে হবে? তিনি কী করেছেন? তিনি মানুষকে ভাবিয়েছেন, তাঁর জীবন পুরোহিতদের আলোড়িত করেছে। ফ্রান্স দেশে আর্স গ্রামের পবিত্রতার নির্যাসে আবৃত সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর গুণসমূহ সকল যাজকের জীবন চলার পথে একান্ত অপরিহার্য। তাঁর নির্মলতা, বিচক্ষণতা ও প্রেমপূর্ণ সেবাকাজ মানুষের অন্তর ছুঁয়ে যায়। প্রত্যেক যাজক তাঁর জীবনের পবিত্রতা ও ঐশপ্রেমের সাক্ষ্য বহন করেই সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর অনুসরণ করতে পারবেন। সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর মত পালকীয় প্রেম দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বর্তমানে ২৭৮ জন ধর্মপ্রদেশীয় যাজক, ঐশজনগণ এবং মণ্ডলীর জন্য ত্যাগস্বীকার ও ধৈর্য সহকারে কাজ করে যাচ্ছেন। আলোচ্য নিবন্ধে নিবেদিতপ্রাণ মহিমান্বিত সাধু ভিয়ান্নীর চিন্তাজগৎ তুলে ধরার প্রয়াস রাখছি।

সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর জীবনের গল্প: ২০১২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'ছোটদের সাধু-সাধ্বী, (অনুবাদক: ফ্রান্সিস গমেজ) বইয়ে তাঁর জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর জন্ম ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে। যাজকীয় শিক্ষা গ্রহণ করার সময় তাঁকে খুব কষ্টে পড়তে হয়, ল্যাটিন ভাষা তিনি কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারছিলেন না। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে জন মেরী ভিয়ান্নী শুধুমাত্র ঈশ্বর বিশ্বাস ও ভক্তি, সততা, নম্রতা ও তাঁর পাল-পুরোহিতের বিশেষ প্রচেষ্টা উৎসাহ-অনুপ্রেরণাতে এবং ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহে যাজক পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তার ভিকার জেনারেল ভিয়ান্নীর যাজকাভিষেক উপলক্ষে মন্তব্য করে বলেছিলেন, "শুধুমাত্র বিদ্ধান পুরোহিতই নয়, মণ্ডলীর জন্য প্রয়োজন পবিত্র পুরোহিত।"

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কৃচ্ছ্রতা সাধন করে ৭৩ বৎসর বয়সে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ৪ আগস্ট ভিয়ান্নী মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অন্তিম বাণী, "যে সারা জীবন ক্রুশে শয্যা পেতেছে, সেই ক্রুশেই মরণ তার পক্ষে কতই না আনন্দের"। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে পোপ একাদশ পিউস তাঁকে সাধু বলে ঘোষণা করেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীকে পাল-পুরোহিত এবং ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের প্রতিপালক সাধুরূপে ঘোষণা করা হয়। সারা পৃথিবীতে ভক্তজনগণ এই মহান সাধুকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

পালকীয় প্রেমে পালক সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী: জন মেরী ভিয়ান্নী আধ্যাত্মিকতার উজ্জ্বল আদর্শ। তিনি আদর্শ পালক হিসেবে পৃথিবীতে যেমন স্বর্গেও তেমনি সমাদৃত ও সাদরে গৃহীত হয়েছেন। তাই তো তাঁর মৃত্যুর একশত বছর পর মাতা মণ্ডলী তাকে তার কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ যাজকীয় জীবন, ধার্মিকতা, অন্তরের পবিত্রতা, খ্রিস্টপ্রসাদীয় ভক্তি এবং পালকীয় উদ্যমের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বা আদর্শ হিসেবে সবার সামনে স্বীকৃতি দান করেন এবং সকল পাল-পুরোহিতদের প্রতিপালক হিসেবে আখ্যায়িত করেন। পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট ১৯ জুন ২০০৯ থেকে ১১ জুন ২০১০ খ্রিস্টাব্দ বছরটিকে যাজক বর্ষ হিসেবে ঘোষণার সময় তাঁর বাণীতে সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর আদর্শের আলোকে যাজকীয় জীবন ও সেবাকাজ চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছিলেন।

একুইলী এবং আর্স এই দু'টি-ই হলো তাঁর পালকীয় ক্ষেত্র। তবে তাঁর বেশির ভাগ সময় কেটেছে আর্সে যার বাস্তবতা ছিল খুবই রূঢ়। যাজকাভিষেকের তিন বছর পর ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে লিও-এর কাছে আর্স নামক একটি ক্ষুদ্র ধর্মপল্লীতে পাল-পুরোহিতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়। সেখানেই তিনি তাঁর বাকী জীবন অতিবাহিত করেন। সেখানকার খ্রিস্টভক্তদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৫০ জন। পাঠাবার সময় ভিকার জেনারেল তাঁকে বলেন, ঐ ধর্মপল্লীতে ঈশ্বরের জন্য ভালোবাসা খুব একটা নেই, তুমি সে ভালোবাসা প্রজ্বলিত করবে। প্রকৃতপক্ষে, ঐ ধর্মপল্লীর লোকজন এবং কৃষকেরা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিকে উপেক্ষিত জীবন-যাপন করছিল। তারা ছিল মদ্যপানে আসক্ত, অশালীন নাচে গানে প্রমত্ত। ক্রমে ক্রমে সবার মন পরিবর্তন ঘটালেন তিনি।

সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর আধ্যাত্মিকতা: তিনি প্রতিদিন অনেক ঘন্টা সময় পবিত্র সাক্রামেন্তের সামনে কাটাতেন। তাঁর জীবনের বাকী ৪০টি বৎসর তিনি তাঁর শরীরকে বেত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে ফেলতেন। তিনি নানা ধরনের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করতেন। এই সবই তিনি করতেন তাঁর মেষপালের হয়ে অনুতাপ আর প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ।

জন মেরী ভিয়ান্নী একবার ঘোষণা করেছিলেন, "যারা পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়, তারা সমস্ত কিছুই দেখতে পারে আর এজন্যই এতো অজ্ঞ মানুষদের চেয়ে জ্ঞানীরা বেশী জানে।" শীঘ্রই জানাজানি হয়ে যায় যে, নতুন পাল-পুরোহিত মানুষের হৃদয় পড়তে পারেন, পাপস্বীকারে না বলা পাপসমুদয় এবং কি ঘটতে যাচ্ছে তা আগে থেকেই অলৌকিক জ্ঞানে জানতে পারেন, তাঁর প্রার্থনায় অলৌকিকভাবে পীড়িতরা সুস্থ হয়। কয়েক বছরের মধ্যে কেবল যে আর্স ধর্মপল্লীটি নৈতিক ও আত্মিকভাবে রূপান্তরিত হলো তা নয়, সারা ইউরোপ, এমন কি আমেরিকা থেকেও মানুষ আসতে লাগলো তাদের সমস্যা ভিয়ান্নীর কাছে ব্যক্ত করতে। জন মেরী ভিয়ান্নী দিনে ১৪-১৮ ঘন্টা পাপস্বীকার শুনতেন। তিনি ছিলেন উদ্যম আর প্রীতিশীলতার সীমাহীন ধৈর্য এবং নম্রতার প্রতিমূর্তি। তিনি মহাযাজক যিশুর হৃদয়ের ভালোবাসা ধ্যান করে যাজকীয় জীবনের ভালোবাসার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাই তিনি বলতে পেরেছেন এই গভীর উক্তি, 'যাজকত্ব হলো যিশুর হৃদয়ের ভালোবাসা'।

খ্রিস্টীয় যাজকত্বের গৌরব ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর জীবনের আলোকে যাজকীয় জীবনের তাৎপর্য তুলে ধরে পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট বলেছিলেন, "যাজকত্ব একটি 'দপ্তর' বা নিছক কর্মদায়িত্ব নয়, বরং একটা সাক্রামেন্ত: ঈশ্বর আমাদের মতো নগণ্য মানুষকে ব্যবহার করেন যেন আমাদের মধ্য দিয়ে তিনি সকল নর-নারীর কাছে উপস্থিত হতে পারেন এবং আমাদের মধ্য দিয়ে কাজ করতে পারেন। তাই সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী তাঁর সময়ে হয়ে উঠেছিলেন এক সাক্রামেন্ত, মানুষের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতির এক মূর্ত প্রতীক।

প্রাবক্তিক ভূমিকা: ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ৯ ফেব্রুয়ারি পড়ন্ত বিকালে জন মেরী ভিয়ান্নী, যাকে আর্সের হৃদয় বলা হয়, তিনি প্রথমবারের মত আর্স নামক স্থানে এসে পৌছান। কিন্তু শীতের ঘন কুয়াশার কারণে ভূপ্রকৃতির সমস্ত কিছুই অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। ফলে তাঁর প্রথম পালকীয় ক্ষেত্র ইকুলী থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে দ্বিতীয় পালকীয় ক্ষেত্র আর্সে হেঁটে যাওয়ার সময় তিনি পথ হারিয়ে ফেলেন। যদিও ঘন কুয়াশা ছিল, তথাপি তিনি দেখতে পেলেন কিছু রাখাল বালক তাদের মেষ চরাচ্ছে। তিনি তাদের কাছে আর্সের পথ জানতে চাইলেন। রাখাল বালকেরা নিজেদের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলছিল, তবে তাদের মধ্যে আঁতোয়ান গ্রিভ্র নামক একটি বালকের উচ্চারণ তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট ছিল। সেই বালক তখন ভিয়ান্নীকে আর্সের পথ দেখিয়ে দিল। তখন কৃতজ্ঞচিত্তে ভিয়ান্নী উত্তর দিলেন, 'আমার ছোট বন্ধু, তুমি আমাকে আর্সের পথ দেখিয়েছো; আমি তোমাকে স্বর্গের পথ দেখাব'। কিন্তু ভিয়ান্নী হয়তো অনুমান করতে পারেননি যে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর এই আঁতোয়ানই হবে আর্সের প্রথম ব্যক্তি যিনি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁকে অনুসরণ করবে। আঁতোয়ানের সম-সাথীরা পরে স্মরণ করেছিলেন যে তাদের প্রতি প্রিয় ভিয়ান্নীর প্রথম সম্ভাষণই ছিল প্রাবক্তিক। সত্যিই তিনি শুধু সেই বালককে নয়, সমগ্র আর্সসহ সারা বিশ্বের মানুষকে স্বর্গের পথ দেখিয়ে গেছেন।

উপসংহার: সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী পালকীয় কর্মকাণ্ডের প্রেরণা ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে অনুপ্রেরণা যোগায়। তাঁর কর্মময় জীবন

বাকি অংশ ১১ নং পৃষ্ঠায় দেখুন....

বন্ধুত্ব ও অনুতাপীদের বন্ধু সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

বন্ধু কে?

আধ্যাত্মিক পুস্তকের সুনামধন্য লেখক ফাদার হেনরী যে. নাউয়েন-এর একটি বইয়ের শিরোনামে বন্ধু বা বন্ধুত্বকে এই ভাবে তুলে ধরা হয়েছে: 'Heart speaks to heart', অর্থাৎ 'হৃদয় হৃদয়ের কাছে কথা বলে।' অর্থাৎ বন্ধু হলো সেই জন, যার আত্মা বা হৃদয়ের সাথে আরেক আত্মা বা হৃদয়ের সুন্দর ও সুদৃঢ় ভালবাসার বন্ধন বিদ্যমান। এ যেন দু'টি হৃদয়ের আত্মার অভিযাত্রা- একটি মিলন সাধনার যাত্রা - একটি প্রেমের বন্ধনে নিজেকে অন্যের সাথে আবদ্ধ করে রাখার সাধনা। সত্যিকার বন্ধু সমস্ত স্বার্থের উর্ধ্বে বিরাজ করে।

বন্ধুত্ব অমূল্য সম্পদ

প্রকৃত বন্ধুত্ব হলো হীরামুক্তার চেয়েও বহু মূল্যবান - বিপদে আপদে একান্ত নির্ভর ও পরম ভরসা। বন্ধুত্বহীন জীবন যেন এক শুষ্ক মরুভূমি; বন্ধুত্ব যার নাই, জীবনের পরম সম্পদই সে হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমানে এরূপ মানুষের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে অনেক মানুষ হতাশা-নিরাশায় জীবন অতিবাহিত করছে। যে মানুষের যত আন্তরিক ও খাঁটি বন্ধু আছে, সে তত বেশি ধনী ও ঐশ্বর্যশালী। মানুষের সাথে মানুষের বন্ধুত্ব তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। "বন্ধু ছাড়া প্রাণ বাঁচে না" - গানের এ কথাটি সত্যি কত সত্য।

ইংরেজি প্রবাদে বলা হয়েছে: "No man is an island", অর্থাৎ কোন মানুষই একটি দ্বীপ নয় - যা অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। কোন মানুষই বিচ্ছিন্ন নয়, বরং সবার সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ আমরা অন্যের মধ্যেই বেঁচে থাকি, অন্যের ভালোবাসার মধ্যেই বেড়ে উঠি। যে মানুষ মানুষেরই ভালোবাসার মধ্যে বেড়ে ওঠে না, বাস করে না; সে সত্যিই এক নিদারুণ দরিদ্র মানুষ।

সেজন্যই সাধ্বী মাদার তেরেজার মতে, প্রকৃত দরিদ্র হলো তারাই যারা বন্ধুহীন। তাই জাগতিকভাবে ধনী দেশেও - ইউরোপ, আমেরিকার মত ধনী দেশেও সাধ্বী মাদার তেরেসা অনেক বন্ধুহীন দরিদ্র মানুষ দেখতে পেয়েছেন এবং তার সিস্টারগণ তাদের সেবা দিয়ে চলেছেন - যাদের কেউ নেই দেখাশোনার জন্যে, সঙ্গ দেবার জন্যে। আমি নিজে ওয়াশিংটন ডিসিতে এবং ফিনিক্স শহরে এরকম জাগতিক ধনী, অথচ ভালোবাসা বঞ্চিত চরম দরিদ্র ব্যক্তিদের দেখেছি যারা অবহেলিত, পরিত্যক্ত, বন্ধুহীন অসহায় জীবনযাপন করছিলেন।

প্রকৃত বন্ধু হলো জীবনের শক্ত পিলার

প্রকৃত বন্ধু ও প্রকৃত বন্ধুত্ব হলো জীবনের শক্ত পিলার, যার উপর একান্ত নির্ভর করা যায়। প্রকৃত বন্ধু জীবনে সমর্থন যোগায় এবং বিশ্বস্ত বন্ধুত্ব তার প্রিয় বন্ধুর জন্যে মরতেও প্রস্তুত থাকে। এরূপ ভালোবাসাকে মহৎ আসন প্রদান করে যিশু বলেন, "বন্ধুদের জন্যে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালবাসা

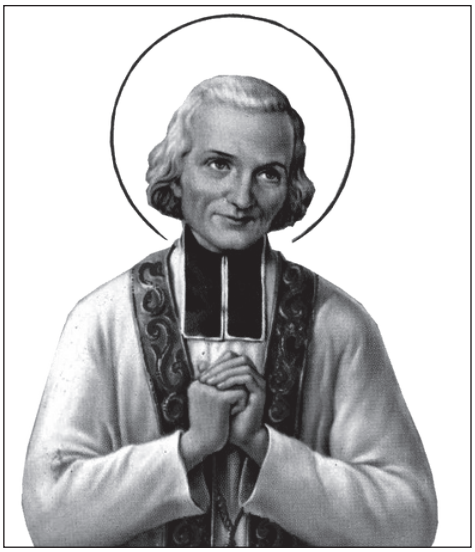

মানুষের আর কিছু নেই।" *(যোহন ১৫:১৩)*

প্রকৃত বন্ধু জীবনের আয়না। সে বন্ধুর জীবনের ভাল-মন্দ মূল্যায়ন করে, তাকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে এবং বন্ধুর জীবনকে মহত্বের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে আসিসির সাধু ফ্রান্সিস ও সাধ্বী ক্লারার বন্ধুকে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা যায়, যারা পরস্পরের সাথে এক খাঁটি এবং সমস্ত কামনা বিহীন ও মোহহীন বন্ধুত্বের দ্বারা একে অপরকে ঐশ্বর্যশালী করেছেন, জগতে তারা উজ্জ্বল বন্ধুত্বের আদর্শ হিসাবে বিদ্যমান।

বিভিন্ন প্রকার বন্ধুত্ব

প্রথমত; জীবন দানকারী বন্ধু: পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিশু নিজেই এই ধরনের মহৎ বন্ধুদের সম্বন্ধে বলেছেন, "বন্ধুদের জন্যে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছু নেই" *(যোহন ১৫:১৩)*। এবারও যিশু আরেকটি বন্ধুত্বের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, একজন প্রকৃত বন্ধু বিপদের সময় তার বন্ধুর পাশে এসে দাঁড়ায়। মাঝরাতে বন্ধুর বাড়িতে অতিথি বন্ধু এসে পড়ে, কিন্তু তাকে খেতে দেবার মত কিছুই নেই। কাজেই, সে এই বিপদের সময় পাশের বন্ধুর কাছে ছুটে যায়, বন্ধু বিরক্ত বোধ করলেও শেষ পর্যন্ত তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে *(দ্রঃ লূক ১১:৫-৮)*।

ইতিহাসে কিছু বন্ধু দেখা যায়, যারা বন্ধুকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে। এমনকি, প্রাণীদের মধ্যে এরকম বন্ধুত্ব লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ হিসেবে হাতির উদাহরণ দেওয়া যায়। একটা হাতিকে কেউ আঘাত করলে বা আক্রমণ করলে রাত্রে ঐ হাতির অনেক বন্ধু হাতি এসে ঐ আক্রমণকারীকে সমবেতভাবে আক্রমণ করে।

দ্বিতীয়ত; স্বার্থপর বন্ধু: এদের সম্বন্ধে বাংলা প্রবাদের সেই অমর বাণীটি কত সত্য:

"সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়,
অসময়ে হায় হায়, কেউ কারো নয়।"

হ্যাঁ, এরা হচ্ছে সেই সুযোগ সন্ধানী বন্ধুবৃন্দ, যারা বন্ধুর বিপদ দেখলে খুব ধূর্ততার সাথে বন্ধুকে ফেলে রেখে দূরে সরে যায়। এই ধরণের মানুষ প্রকৃত বন্ধু হতে পারে না। এরা হচ্ছে তীর্থের কাকের মত - কিছু পেলেই আনন্দের সাথে ছুটে আসে, না পেলে দূরে সরে যায়। তাই প্রকৃত বন্ধুত্বের জন্যে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হলো 'ওপেন হার্ট' বন্ধুত্ব, 'ক্লোজ হার্ট' বন্ধুত্ব নয়।

জীবনদায়ী বন্ধু ও জীবন বিনাশী বন্ধু

বাংলা প্রবাদটি এক্ষেত্রে অতি সুন্দর ও বাস্তব:

"সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস
অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।"

এই সুন্দর বাস্তব উক্তিটি বোধ হয় ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। সত্যিই, বাস্তবে দেখা গেছে, ভাল বন্ধুত্ব বন্ধুকে কত মহিমান্বিত করেছে। অন্যদিকে, মন্দ বন্ধুরা কত কত মানুষের জীবনে ধ্বংস ডেকে এনেছে।

কার বা কাদের সাথে বন্ধুত্ব হতে পারে?

১) ঈশ্বরের সাথে মানুষের বন্ধুত্ব: সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর শুধু আমাদের রাজা হয়ে থাকতে পছন্দ করেন না; তিনি আমাদের একান্ত আপনজন হতে চান, আমাদের প্রাণের বন্ধু হতে চান। পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের সাথে মানুষের বন্ধুত্বের দু'টি সবচেয়ে সুন্দর উদাহরণ আব্রাহাম ও মোশী। মানুষের পাপের কারণে সদোম ও গোমরা শহর ধ্বংসের

আগে ঈশ্বরের কাছে আব্রাহাম একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত আবদার করেন *(দ্রঃ আদিপুস্তক ১৮:২২-৩৩)*। তাদের দু'জনের সংলাপ এত বন্ধুত্বপূর্ণ, এতই হৃদয়গ্রাহী ও এতই আকর্ষণীয় যে, এই বন্ধুত্বের বিষয়ে ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে এবং আমাদেরকে তা মুগ্ধ করে ও অনুপ্রাণিত করে।

মোশীর সাথে ঈশ্বরের সংলাপটিও আরেকটি বন্ধুত্বের প্রকাশ। এটি এমন এক বন্ধুত্বপূর্ণ সংলাপ, সেখানে যেমন রয়েছে মিলন, তেমনি রয়েছে বিরহ; রয়েছে ঈশ্বরের প্রতি তার আকর্ষণ, অন্যদিকে রয়েছে ঈশ্বরের প্রতি মোশীর মান-অভিমান। ইহুদী জাতিকে মিশরের ফারাও রাজার দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্যে ঈশ্বর যখন মোশীকে বেছে নেন, তখন মোশী ঈশ্বরের প্রতি অভিমান করে বলেন, "আমি কি এই লোকদের গর্ভে ধারণ করেছি নাকি, আমি কি এদের জন্ম দিয়েছি?" *(গণনাপুস্তক ১১:১২)*। এটি এক অদ্ভুত সুন্দর বন্ধুত্বের উদাহরণ। ঈশ্বর কিন্তু তাঁর বন্ধু মোশীকে ছাড়েন না তাঁর কাজ করার জন্যে।

পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে মানুষরূপী ঈশ্বর, যিনি যিশুর মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান হলেন, তাঁর সাথে মানুষের মাঝে গভীর ও মধুর বন্ধুত্ব লক্ষ্য করি। পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে আব্রাহাম ও মোশীর ঈশ্বরের বন্ধুত্বের কথা শুনেছি, যারা একান্ত অন্তরঙ্গ প্রিয় বন্ধু।

নতুন নিয়মে যিশু ও লাজারুস, যিশু ও মার্থা-মেরী, যিশু ও নিকোদিম তাদের পরম সুন্দর বন্ধুত্ব লক্ষ্য করি।

প্রকৃতির সাথে মানুষের বন্ধুত্ব

বর্তমান যুগে একটি আর্তচিৎকার তীব্র ভাবে ধ্বনিত হচ্ছে: "প্রকৃতিকে বাঁচাও, বিশ্ব বাচাঁও"। এটি মানুষের ও প্রকৃতির সাথে বন্ধুত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রকৃতি বাঁচলে মানুষ বাঁচবে। মানুষ অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃতির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ নয় বলেই প্রকৃতি রুক্ষ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে। ফলে কোথাও অতি বন্যা, কোথাও অতি শুষ্কতা, কোথাও মরুভূমি, কোথাও তীব্র তাপ দাহ সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকৃতির সাথে আমাদের বন্ধুসুলভ আচার-আচরণ একান্ত প্রয়োজন।

তাই সৃষ্টির সাথে মানুষের বন্ধুত্ব গড়ে তোলার জন্যে বিশ্বে সুন্দর সুন্দর অর্থবহ আন্দোলন গড়ে উঠছে এই মন্ত্র নিয়ে: "প্রকৃতি বাঁচাও, বিশ্ব বাঁচাও" (Save nature, save the world) - গ্রেটা থানবার্গ এবং আরো কিছু ব্যক্তিবর্গ সারা বিশ্বের মানুষের বিবেকের দ্বারে দ্বারে হানা দিচ্ছে।

ধর্মের সাথে ধর্মের বন্ধুত্ব: বর্তমান যুগ সংলাপের যুগ, একতার যুগ, মিলনের যুগ। আমরা যদি সব ধর্মের মানুষ মিলেমিশে না থাকি, তাহলে এই মিলন, একতা, শান্তি পূর্ণ সহবাস সম্ভব নয়। এক ধরণের মানুষ আছে যারা অন্য ধর্মের মানুষকে ঘৃণা করে। আমরা ধর্মের নামে মানুষকে ঘৃণা করতে শিখব, যা কখনো সৃষ্টিকর্তার কাম্য হতে পারে না, ধর্মের নামে বিবাদ-বিচ্ছেদ তিনি কখনো পছন্দ করেন না। কেননা সব ধর্মের সব মানুষই তার একান্ত প্রিয় সৃষ্টি। কাজেই সকল ধর্মের মধ্যে যেসব সুন্দর সুন্দর মূল্যবোধ ও নীতিকথা আছে, তা অমূল্য সম্পদ। তাই মানব কল্যাণের জন্যে বিভিন্ন ধর্মের সাথে ধর্মের বন্ধুত্ব ও সংলাপ একান্ত প্রয়োজন।

ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির বন্ধুত্ব: বন্ধুত্বের এই মহান নীতি বিভিন্ন দেশে, জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে, বর্ণে বর্ণে, গোত্রে গোত্রে, কৃষ্টিতে, সংস্কৃতিতে বিভেদ, ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, অবহেলা, মনোমালিন্য ও শত্রুতা সৃষ্টি করছে এবং এক ধরণের সুপেরিয়রিটি ও ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্স সৃষ্টি করছে। ফলে আমরা কেউ ব্যক্তিক মানুষকে ব্যক্তি হিসেবে না দেখে দেখছি এভাবে: কালো, ধলো, এশিয়ান, আমেরিকান, আদিবাসী ইত্যাদি। আমাদেরকে এর উর্ধ্বে উঠে প্রত্যেককে মানব ব্যক্তি হিসাবে সম্মান করা কত মহান ও কত সুন্দর।

রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব: আমাদের সুন্দরভাবে শান্তিতে ও জীবনের নিরাপত্তার মধ্যে বেঁচে থাকতে হলে রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব একান্ত প্রয়োজন। যখনই এ বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যায় বা বিপদের মধ্যে থাকে, তখন মানুষের জীবনও চরম ঝুঁকির মধ্যে থাকে, মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বন্ধুত্বের অভাবের কারণে। তাই মানুষের জীবনের নিরাপত্তা, উন্নতি ও বেঁচে থাকার জন্যে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্ক একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান বিশ্ব একটি মানব পরিবার। তাই রাষ্ট্রে সাথে রাষ্ট্রে বন্ধুত্বের মাধ্যমে এই বিশ্বময় মানব পরিবারে শান্তি ও নিরাপদে বেঁচে থাকে।

সংস্কৃতির সাথে সংস্কৃতির বন্ধুত্ব: পৃথিবীর অনেক দেশ এখন বিভিন্ন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মানুষের সাথে গড়ে উঠছে। এখন কোন একক সংস্কৃতির দেশ বিরল। তাই বিভিন্ন মানুষের সৃষ্টি ও সংস্কৃতির মধ্যে বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্ক একান্ত প্রয়োজন। এইসব দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, দেশ উপকৃত হয়। এর বিপরীতে বিভিন্ন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্কহীনতার ফলে অনেক মানব জীবন ধ্বংস হয়েছে, চরম ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে আফ্রিকার দেশ রুয়ান্ডা। এখানকার জনগোষ্ঠীর সবাই কাঁদলে কাঁদলিক অবিশ্বাসী হলেও জাতিগত কৃষ্টি গত ভেদাভেদের কারণে এক সপ্তাহে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক নিহত হয়েছে, যা 'জেনোসাইড ইন রুয়ান্ডা' নামে পরিচিত।

আচরণের সাথে বন্ধুত্ব: একে আমরা অনেক সময় 'বন্ধুসুলভ আচরণ', 'ফ্রেন্ডলি বিহেভিয়ার' বলে থাকি। অর্থাৎ, আমাদের কথা, কথার ধরণ, কণ্ঠের সুর, বন্ধু সুলভ আচরণ, ব্যবহার, যত সুন্দর হবে, ততোই আমাদের জীবনের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এমনকি, অপছন্দের লোকদের সাথে, মন্দ লোকদের সাথে বন্ধুত্ব সুলভ এনে দেয় সুসম্পর্ক, জীবনের পরিবর্তন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উদাহরণ, পবিত্র বাইবেল থেকে দেওয়া যেতে পারে: যেমন, মাগদালেনা মারীয়া, সমরীয় পাপী নারী, করগ্রাহক মথি, এদের সবার সাথে যিশুর এক অপূর্ব বন্ধুসুলভ আচরণ।

স্বামীর/স্ত্রীর সাথে বন্ধুত্ব: আপনার স্বামী/স্ত্রী আপনার কি হয়? অনেক স্বামী বা স্ত্রী হয়তো জানে না, তারা নিজেদের কাছে শুধু স্বামী-স্ত্রী ছাড়া আর কি। আবারও যদি প্রশ্ন করা হয়, আপনার স্বামী/স্ত্রী কি আপনার বন্ধু? এক্ষেত্রে হয়তো বা জানেন না, তারা একে অপরের বন্ধু কি-না, নাকি শুধু স্বামী-স্ত্রী। পবিত্র বাইবেলের বিবরণ অনুসারে, নর-নারীর সৃষ্টির শুরুতে মহান ঈশ্বর আদম-হবাকে সৃষ্টি করলেন পরস্পরের একান্ত ও মনের মত বন্ধু করে। তাই আদমকে সৃষ্টি করার পর ঈশ্বর বললেন, "আমি তাকে সাহায্য করার জন্যে তার মনের মত আর একটি মানুষ সৃষ্টি করব।" *(আদি ২:১৮)* তাই স্বামী-স্ত্রী হবেন সেরা বন্ধু - এটিই ঈশ্বরের একান্ত আশা।

এখানে কিছু উত্তম বন্ধু স্বামী-স্ত্রীর উদারহরণ তুলে ধরা হলো যারা শুধু স্বামী-স্ত্রী নন, তারা পরস্পর উত্তম ও সেরা বন্ধু।

১) স্বামী-স্ত্রী-১: সম্রাট শাজাহান ও মমতাজ বেগম পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি তাজমহল ঘোষণা করে চলেছে। এই স্বামী-স্ত্রী কতো উত্তম বন্ধু ছিলেন। তাই স্ত্রী-বন্ধুর মৃত্যুতে তার বন্ধু সম্রাট শাজাহান গড়লেন এই অমর ভালোবাসার স্মৃতি, যা প্রতিনিয়ত ঘোষণা করে চলেছে: দেখ, কত্তো ভালোবাসি তোমারে।

২) স্বামী-স্ত্রী-২: বিবাহের ৩০তম জুবিলীতে স্ত্রী সবার সামনে সাক্ষ্য দিচ্ছে; আমাদের বিবাহের বিগত ৩০ বছরে আমাদের মধ্যে কোন দিন কখনো কোন মনোমালিন্য বা ঝগড়া-বিবাদ হয়নি।

৩) স্বামী-স্ত্রী-৩: স্ত্রী তাদের স্বামী-স্ত্রীর বন্ধুত্বের সাক্ষ্য দিয়ে আমাকে বললেন, আমাদের বিয়ে হয়েছে ২৪ বছর চলে। আমাদের বিবাহের বিগত ২৪ বছরে আমাদের মধ্যে কোন দিন কখনো কোন মনোমালিন্য, কথা কাটাকাটি বা ঝগড়া-বিবাদ হয়নি।

৪) স্বামী-স্ত্রী-৪: এক স্বামী-স্ত্রী বিবাহের দিন থেকে আজ পর্যন্ত তারা একই গ্লাসে জল পান করে চলেছেন।

সন্তানদের সাথে পিতামাতার বন্ধুত্ব: প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস সন্তানদের সাথে পিতামাতার বন্ধুত্বের উপর জোর দিতে গিয়ে বলেছেন, "পিতামাতাগণ, আপনাদের কি সময় আছে সন্তানদের সাথে সময় ব্যয় করার?" সন্তানদের সাথে পিতামাতার বন্ধুত্ব একটি

স্বর্গীয় আশীর্বাদ। এর অভাবে সন্তানদের উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। তাই পিতামাতাগণ আসুন, নিজেদের ও সন্তানদের মঙ্গলের জন্যে আমরা সন্তানদের বন্ধু হই।

উত্তম বন্ধুত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ যিশু: যিশু সকল মানুষের বন্ধু হয়েছেন। উত্তম বন্ধুত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ তিনি। তাই তিনি বন্ধুত্বে সকল মানুষকে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তিনি ধার্মিক-পাপী, স্বজাতি-বিজাতি, নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ-শিশু সকলের পরম বন্ধু হয়েছেন।

যিশু আমাদের মধ্যে রাজা হয়ে বাস করতে আর আমাদেরকে তাঁর দাস বা প্রজা করে রাখতে সুখ ও আনন্দ বোধ করেন নি; বরং তিনি মানুষের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন ও তা রক্ষার খাতিরে আমাদের দাস হয়েছেন। সেজন্যেই তিনি বলেছেন, "আমি তোমাদের আর দাস বলছি না..., কিন্তু আমি তোমাদের বন্ধু বলছি...." *(যোহন ১৫:১৫)*।

অনুতাপীদের বন্ধু সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী

ফ্রান্স দেশের প্রত্যন্ত এলাকার সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী খ্রিস্টমণ্ডলীতে একটি স্বর্গীয় মহান আশীর্বাদ। তিনি সকল যাজকদের প্রতিপালক ও আদর্শ। একজন অতি সাধারণ অমেধাবী বিধায় পড়ালেখায় চরম দুর্বল যুবককে যিশু তাঁর যাজকত্বে অংশগ্রহণের জন্যে আহ্বান করেছেন এবং তার জীবনের নম্রতার মধ্যেই তাকে মহিমান্বিত করেছেন। এ যেন যিশুর প্রার্থনার পূর্ণ প্রকাশ: "হে পিতা, হে স্বর্গমর্ত্যের প্রভু, আমি তোমার বন্দনা করি, কারণ স্বর্গরাজ্যের এই সব কথা তুমি জ্ঞানী ও বুদ্ধিবানদের কাছে গোপন রেখেছ আর প্রকাশ করেছ নিতান্ত শিশুদেরই কাছে" *(মথি ১১:২৫)*

যিশু যেন জন মেরী ভিয়ান্নীর সাথে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে তুললেন; তাকে তিনি বেছে নিলেন যাজক করতে, যদিও অনেকের দৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল একে দিয়ে কিছুই হবে না, পড়াশোনায় অতি দুর্বল। তবু যিশুর একান্ত পছন্দ তাকেই। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে যাজকীয় অভিষেক লাভ করেন। কর্তৃপক্ষের ভাবটাও তাই: একে দিয়ে কী হবে! তাই ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে তাকে দূরে, প্রত্যন্ত এলাকার আর্স নামক ছোট্ট একটি গ্রামের মণ্ডলীর পালকীয় কাজে প্রেরণ করা হলো, যেখানে লোকেরা তেমন ধর্মকর্ম করতো না। কিন্তু যিশুর যাকে পছন্দ, তাকে দিয়েই তিনি তার কাজ করিয়ে নেন, অন্যের দৃষ্টিতে সে যতোই অযোগ্য হোক না কেন। যেমন তিনি ডেকেছিলেন জেলেদেরকে, ঘৃণিত করগ্রাহককে, তাঁর মঙ্গলসমাচার পৃথিবীর সকল জাতির কাছে প্রচার করতে।

ফাদার জন মেরী ভিয়ান্নীর মধ্য দিয়ে যিশুর মহিমা প্রকাশ: প্রত্যন্ত এলাকার ধর্মহীন লোকদের মধ্যে পালকীয় কাজের দায়িত্ব ফাদার জন মেরী ভিয়ান্নী ঈশ্বরের কাজ বলে গ্রহণ করেন। তাই তিনি অতি বিশ্বস্তভাবে সেই দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তিনি মনোযোগী হলেন লোকদেরকে ঈশ্বরমুখী করার জন্যে, লোকদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব জাগিয়ে তোলার জন্যে। সেজন্যে তিনি নিজের ব্যক্তিগত প্রার্থনার উপর ও লোকদের প্রার্থনার জীবনের উপর খুব জোর দিলেন। তার লক্ষ্য হলো, লোকদেরকে প্রার্থনার জীবনে ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে তাদের জীবনের পরিবর্তন। সেজন্যে তিনি ঈশ্বরের বাণী ধ্যান, মানুষের জন্যে ঈশ্বরের ভালোবাসা ও দয়ার উপর ভাল উপদেশ তৈরি করা ও ভাল ভাবে তা প্রচার করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিলেন।

ঈশ্বরের বাণী ফসল দিল: ফাদার জন মেরী ভিয়ান্নীর সরল সহজ জীবন, তার আধ্যাত্মিক জীবন ও প্রার্থনা জীবন ধীরে ধীরে গ্রামবাসীদের অন্তরে আলো জ্বালাতে শুরু করলো। যতই দিন যায়, ততই গ্রামের গির্জাটিতে লোকদের সমাগম বাড়তে থাকে। তার ধ্যানমূলক বাণী প্রচার মানুষকে আকৃষ্ট করে; মানুষের জীবনে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করে। তার সুনাম প্রত্যন্ত এলাকার মণ্ডলীর গণ্ডি পেরিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে - একজন সাধু পুরোহিতের উপদেশ শুনতে।

অনুতাপীদের বন্ধু ফাদার জন মেরী ভিয়ান্নীর: ফাদার জন মেরী ভিয়ান্নীর সুনাম বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়ে তার কাছে ব্যক্তিগত পাপস্বীকার করার মধ্য দিয়ে। এ যেন অনুতাপী মারীয়া মাগদালেনার পাপস্বীকার ও মুক্তির পরম আনন্দ লাভ। আহা, তার কাছে পাপস্বীকার করে কী পরম শান্তি, এক স্বর্গীয় অনুভূতি। তাই দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ অন্তরে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিয়ে তার কাছে ছুটে আসতে লাগলো তার কাছে হৃদয় খুলে পাপস্বীকার করতে, স্বর্গের শান্তির স্পর্শ পেতে। যারা অনেক বছর ধরে কোন পাপস্বীকার করেনি, তারাও আসতে লাগলো এবং ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসা, দয়া, ক্ষমার স্পর্শ লাভ করে ধন্য হতে লাগলো। কখনো তিনি দিনে দীর্ঘ ১৮ ঘন্টা আধ্যাত্মিক ভাবে অনুতাপী লোকদের পাপস্বীকার শ্রবণ করতেন। যিশু যেমন পাপীদের বন্ধু হয়েছেন, পাপীদের বাড়িতে গিয়েছেন, খেয়েছেন আর এভাবে ভালোবাসা দিয়ে পাপীদের মনের পরিবর্তন আনয়ন করে তাদের জীবনের পরিবর্তন এনেছেন, ঠিক তেমনি ভাবে ফাদার জন মেরী ভিয়ান্নী হয়েছেন পাপী-অনুতাপীদের প্রাণের বন্ধু। তার সান্নিধ্যে এসে অনেক পাপী নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে। পরম বিজ্ঞ ঈশ্বর যেন ঐ প্রত্যন্ত এলাকার ধর্মহীন মানুষের অন্তরে ফাদার জন মেরী ভিয়ান্নীর মাধ্যমে নতুন জীবনের আলো জ্বেলে দিয়েছেন। অনুতাপী পাপীদের বন্ধু সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী যিশুর বাণীর মূর্ত প্রকাশ, "আমি ধার্মিকদের নয়, বরং পাপীদেরই আহ্বান জানাতে এসেছি।" ***(মথি ৯:১৩)*** ৯০

১২ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ

তবে অনেকের ভাষ্য মতে, এটি সম্পূর্ণ একটি রাজনৈতিক খেলা, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবের বহিঃপ্রকাশ, দেশের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর সংকীর্ণ মানসিকতারও বহিঃপ্রকাশ। রাজনৈতিকভাবে ফায়দা তুলতেই "আদিবাসী" শব্দ নিয়ে খেলা করছে।

চব্বিশের ইউনূস সরকার জাতির উদ্দেশে তার প্রথম ভাষণে "আদিবাসী" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অনেক উপদেষ্টাগণই "আদিবাসী" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু চব্বিশের সরকারের বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমিসহ বহু প্রতিষ্ঠানই আদিবাসী বলে লিখছে না, সেই আওয়ামী, বিএনপি সরকারের দেয়া তকমা হেয়প্রতিপন্নের শব্দ "ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করছে। বৈচিত্র্য নৃগোষ্ঠী শব্দটিও ব্যবহার করতে দেখলাম এই চব্বিশের সরকারের আমলে। সংস্কার কমিশনের সুপারিশে "আদিবাসী" শব্দটা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা বহাল থাকবে কিনা কে জানে! বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ধরে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতির দাবী, সমতল আদিবাসীদের জন্য একটি স্বাধীন ভূমি কমিশন প্রভৃতির দাবী সব গুঁড়ে বালি। জুলাই চব্বিশের সরকারের প্রতিও আদিবাসীরা আজ সন্দিহান, কারণ "আদিবাসী" শব্দযুক্ত গ্রাফিতির বিরুদ্ধে বিরোধীতা করায় এই সরকার নতি স্বীকার করে শেষাবধি তা মুছে ফেলেছে! উল্লেখ্য, আওয়ামী সরকারের আমলে সব সরকারী অফিসে এবং মিডিয়া টিভি চ্যানেল টকশোতে আদিবাসী শব্দটির ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা জারি করে ঐসব অফিসে সরকারী চিঠিও দেয়া হয়েছিল। এভাবেই "আদিবাসী" শব্দটি ব্যবহারে বিধি নিষেধ দিয়েছিলেন যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল, যা প্রত্যাশা নয়।

উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এসব শব্দ বাতিল করে বৃটিশ, পাকিস্তান আমলে এবং বাংলাদেশের সরকার প্রধান তাদের বাণীতে যে শব্দ "আদিবাসী" ব্যবহার করেছেন, সেটাই বাস্তবে বলবৎ থাকুক, আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হউক, রাষ্ট্রে কোনো বৈষম্য না থাকুক, দেশের উন্নয়ন কাউকে পিছনে ফেলে এমনটা না হউক, কারোও ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো কোনো ঘটনা না ঘটুক, আদিবাসীদের উপর জোর করে বাংলাদেশ সরকার কোনো কিছু চাপিয়ে না দিক - এটাই প্রত্যাশা। স্বাধীন দেশে আদিবাসীদের "আদিবাসী" হিসেবে বলার এবং লেখার স্বাধীনতা দেওয়া হোক, আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিক - সেটাই বাংলাদেশের পাহাড়ী ও সমতলের আদিবাসীদের বড়ো দাবী।

তথ্যসূত্র: *ম্যাগাজিন "সংহতি", বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম*

জন মেরী ভিয়ান্নী: আধ্যাত্মিক গুরু

ফাদার যোসেফ মুরমু

ভূমিকা: জন মেরী ব্যাপ্টিস্ট ভিয়ান্নীর জন্ম ৮ মে, ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে, ডাডিলি ফ্রান্সের এক সাধারণ কৃষক পরিবারে। তাঁর পুরো নাম হলো জন ব্যাপ্টিস মেরী ভিয়ান্নী। তাঁর পিতা-মাতা হলেন মাথিউ ও মেরী বেলুজে।(Jean-Baptiste-Marie Vianney. Parents: Matthiu, Marie Beluze)। তিনি ছিলেন ফ্রেন্স কাথলিক পুরোহিত, যাকে প্রায়ই কিউরে ডি'আর্স (আর্সের প্যারিশ পুরোহিত নামে অভিহিত করা হয়)। ছয় ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থ জন। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ৭৩ বছর বয়সে ৪ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ফ্রান্সের আর্সে যাজকীয় কাজের জন্য পরিচিত। সেখানে পুনর্মিলন সংস্কার প্রদানের ফলে স্থানীয় মানুষ এবং এর আশেপাশের মানুষের অধার্মিক পরিবেশে আমুল আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটে। দীর্ঘ সময় উপবাস ও প্রার্থনায় সময় কাটাতেন, কঠোরভাবে নিজেকে শাসন করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, খাদ্য হিসেবে তিনি একবার খেতেন এবং প্রায়শই সিদ্ধ আলু খেতেন। তাঁর জীবনী থেকে জানা যায়, আর্সে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি এমন আক্রমণের শিকার হন যে তিনি বিশ্বাস করতেন ইহা শয়তান দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল, যে একবার ভিয়ান্নীর বিছানায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল।

৩১ মে, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে পোপ পিউস একাদশ কর্তৃক ভাতিকান সিটিতে সন্ত বা সাধু (ক্যানোনাইজড) পদে আখ্যায়িত হন। ফ্রান্সে তিনি একমাত্র ধর্মপ্রদেশীয় যাজক। তিনি পুরোহিতদের পৃষ্ঠপোষক সন্ত/সাধু। তিনি পাল পুরোহিতদেরও প্রতিপালক। তাঁর ধর্মপল্লীর ভক্তদের মধ্যে পালকীয় কাজ ও (পাপস্বীকার) দায়িত্বের জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। পৃথিবী জুড়ে তাঁর যাজকত্বের যশ, সুনাম এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন বিশ্বাস সহকারে পালন করে এবং তাঁর মৃত্যু দিবস ৪ আগস্ট স্মরণ করা হয়, সম্মান দেখানো হয়।

জন ভিয়ান্নীর আধ্যাত্মিকতা: কাথলিক মণ্ডলীতে তাঁর সাধু জীবন, দুঃখ-কষ্টভোগ, স্বীকারোক্তির ধর্মানুষ্ঠান সম্পাদন ও অধ্যবসায় ছিল আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস। ধন্যা কুমারী মারীয়া এবং সেন্ট ফিলোমিনার প্রতি তাঁর প্রবল ভক্তি ছিল। তাঁর ত্যাগ ও সাধনার জীবনী থেকে জানা যায় যে, ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আর্স ধর্মপল্লী বা গ্রাম-নগর পাপস্বীকার বা পুনর্মিলন সংস্কার পালকীয় কাজের ফলে একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়। এখানে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে জন ভিয়ান্নীর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রতি বছর প্রায় ২০,০০০ মানুষ ভিয়ান্নীর সাথে দেখা করতেন এবং বিশেষ করে তাঁর কাছে, তাঁদের স্বীকারোক্তি (পাপস্বীকার) করতে আর্সে আসতেন। পাপস্বীকার প্রদানে অতিপ্রাকৃত (অলৌকিক) ক্ষমতা প্রকাশ পেত, বলা যায় তিনি অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। আর্সে তিনি পুনর্মিলন ধর্মানুষ্ঠানে নিবেদিত ছিলেন এবং পাপস্বীকার শুনতে প্রতিদিন ১২ থেকে ১৫ ঘন্টা সময় ব্যয় করতেন। তিনি মানুষের আত্মা ও অন্তরের দুরাবস্থা দেখতে পেতেন এবং পাপস্বীকারে তাদের নিরাময় দিতেন।

তাঁর প্রার্থনার আদর্শ: জন ভিয়ান্নীর একটি বিখ্যাত প্রার্থনা ছিল যেটি ঈশ্বরের সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গড়ার শক্তি। তাঁর প্রার্থনার ধরণ ছিল এরকম: **"আমি তোমাকে ভালবাসি, হে আমার অসীম প্রেমময় ঈশ্বর, আর তোমাকে না ভালবেসে বেঁচে থাকার চেয়ে তোমাকে ভালবেসে মরে যাওয়া আমার জন্য ভাল। আমি তোমাকে ভালবাসি প্রভু এবং আমি যে একমাত্র অনুগ্রহ চাই তা হলো তোমাকে চিরকাল ভালবাসতে...। আমার ঈশ্বর, যদি আমার জিহ্বা প্রতি মুহূর্তে বলতে না পারে যে আমি তোমাকে ভালবাসি তাই আমি চাই আমার হৃদয় যতবার নিঃশ্বাস ফেলে ততবার তোমার কাছে পুনরাবৃত্তি করুক।"** এ প্রার্থনা বিশ্বাসীজনকে এমনই শিক্ষাদর্শ দিয়েছে যে, প্রেমপূর্ণ প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বরকে ডাকা যায় এবং অন্যের জন্য প্রার্থনার ভিত্তি গড়ে তোলা যায়।

ঈশ্বরকে পাওয়ার কঠিন তপস্যা: জন ভিয়ান্নী ঈশ্বরকে ভালবাসতেন, শুধুমাত্র মুখ ও মুখে শব্দ উচ্চারণ করে নয় বরং মানুষকে মন্দতা থেকে উদ্ধারের দায়িত্ব, আধ্যাত্মিক সাধনা, কঠিন ত্যাগস্বীকার ও মানুষের পাপস্বীকার শুনে নিরাময় দান করার মধ্য দিয়ে। ঈশ্বরের সাথে তাঁর ভালবাসা ছিল মানুষের দৈহিক রিপু নিয়ন্ত্রণ করে ঈশ্বরের ভালবাসায় মানুষকে পুনর্মিলিত করা। ভালবাসা দিয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকার ব্রত করে স্বল্প খাদ্য গ্রহণ করে মন্দতা জয়। মন্দতাকে কখনো তাঁর ধারে-কাছে আসতে দেয়নি, যদিও শয়তান তাঁকে নানানভাবে পরীক্ষা করেছিল। জন ভিয়ান্নী ঈশ্বরকে এত গভীর ভালবেসেছিল যে, ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তি অর্জন করেছিলেন, এর ফলে তিনি মানুষের ভিতরের পাপময়তা দেখতে পেতেন এবং তাঁর প্রার্থনা ছিল সর্বদাই ঈশ্বরমুখী। তিনি ধার্মিকতার জীবন্ত ভিত্তি। তাঁর উপবাস যেমন আধ্যাত্মিক শক্তির আকর, তেমনি দৈনন্দিনের প্রার্থনা ও ত্যাগস্বীকার ছিল ঈশ্বর কেন্দ্রিক, তাতেই জন ভিয়ান্নী পরিপক্ক আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হয়েছিলেন এবং মানুষকে আধ্যাত্মিক মাধুর্য্য ও সুখ দেখাতে পেরেছিলেন।

মণ্ডলীর ন্যায়সঙ্গ কর্মক্রিয়া: জন ভিয়ান্নীর নাম ও আধ্যাত্মিকতা অমর করার উদ্দেশে পৃথিবীজুড়ে তাঁর নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে তাঁর জীবনাদর্শ ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। মণ্ডলীও তাঁকে অমর করার উদ্দেশে চার্চের নাম রেখেছে। তাঁর নামে পর্ব পালন করছে ধর্মপল্লী এবং পুরোহিতগণও জনগণকে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করছে। সবসময় পুরোহিতগণ আধ্যাত্মিক কর্ম সম্পাদন করবেন, ঠিক জন ভিয়ান্নীর পদাংক অনুস্মরণ করে। তাঁর যাজকীয় কর্ম এবং তপস্যা-সাধনা ছিল মন্দভাবাপন্ন মানুষকে পবিত্র পথে চালিত করা, যেমন তিনি আর্সে সম্পাদন করেছেন। তবেই পৌরোহিত্য জীবনের ব্রতের মৌলিকতা জনগণের মধ্যে পৌঁছাবে এবং সংস্কারীয় পবিত্রতায় ভক্তমানুষকে আধ্যাত্মিক মানুষ হতে আগ্রহী করবে।

পুরোহিতদের অকৃত্রিম আদর্শ পুরুষ: জন ভিয়ান্নীর কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের জীবন পরিবেশে খ্রিস্টের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। জনগণকে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতায় ঈশ্বরের কাছে এনেছিলেন। তিনি এই শক্তির অপব্যবহার করেননি বা অহংকারের বশবর্তী হননি। তাঁর ত্যাগস্বীকার, তপস্যা ও প্রার্থনায় ঈশ্বরের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা দেখিয়ে অন্ধবিশ্বাসী মানুষকে, পাপে নিমজ্জিত মানুষকে পবিত্র জীবনের দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

কথা হল যে, জন ভিয়ান্নী নিজেই অল্প কথার মানুষ কিন্তু আধ্যাত্মিকতার আবরণে লোকদের মধ্যে দিনকাল যাপন করেছেন। শয়তানের মন্দ খেলার দাপটে ভেঙ্গে পড়েননি, পবিত্রতায় শয়তানকে বিতাড়িত করেছেন। এ দিবসে জন ভিয়ান্নীর ভালবাসার প্রার্থনা ও শক্তি প্রার্থনা করি, যেমন তিনি ভালবাসা বৃদ্ধি করে ঈশ্বরের সঙ্গেই ছিলেন। ঈশ্বরকে অকৃত্রিম ভালবাসায় জড়িয়ে রাখলেন। আমাদের সকলের কাছে এই আদর্শ প্রয়োজন।

বন্ধু ও বন্ধুত্ব একটি সম্পর্ক

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

বন্ধু ও বন্ধুত্ব একটি সম্পর্ক। বন্ধু ছোট্ট একটি শব্দ; যার ব্যাপ্তি ও ব্যাপকতা বিশাল। আত্মীয়তার সম্পর্কের বাইরে যে সম্পর্কটি ব্যক্তির সবচেয়ে কাছের সেটা হলো বন্ধুত্ব। রক্তের নয় আত্মার সম্পর্ক। জীবন চলার পথে নতুন নতুন অবস্থান ও সম্পর্ক আমাদের জীবনে আসে; কিন্তু বন্ধু ও বন্ধুত্ব মানব জীবনে স্বমহিমায় ভাস্কর হয়ে থাকে। বন্ধুত্ব কখনোই হারায় না, শেষ হয় না। বন্ধুত্ব মানেই জীবনের সরব ও সক্রিয় (সবুজ) সম্পর্ক। বন্ধুই একমাত্র সম্পর্ক যা মানুষকে বিশ্বাস, আস্থা ও সাহস যোগায়। বন্ধুত্ব হল ভরসা ও চিরস্থায়ী সম্পর্কের নাম।

বন্ধু ও বন্ধুত্ব কি? বন্ধু হল বিশ্বস্ত বান্ধব! যাকে নিজের মত বিশ্বাস করা যায়। বন্ধুত্ব হল মানুষের মধ্যে পারস্পরিক গুরুত্বপূর্ণ ও সুন্দর সম্পর্ক। আত্মার শক্তিশালী বন্ধন। বন্ধুত্ব হল আয়নার মত স্বচ্ছ ও ছায়ার মত নিত্য সঙ্গী। বন্ধু মানে সৌহার্দ্য ও কল্যাণকামী ব্যক্তি। বন্ধু এমনই ব্যক্তি যে আমি হাসলে হাসবে, আমি কাঁদলে কাঁদবে। বন্ধু হল চোখ ও হাতের মত সম্পর্কযুক্ত। চোখ কাঁদলে হাত তার জল মুছিয়ে দেয়। বন্ধু সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার সহসঙ্গী। বন্ধু তার স্নেহ, ভালোবাসা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সমবেদনা, সততা, পরার্থপরতা, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও একে অপরের সঙ্গে অনুভূতিই বন্ধুত্বের প্রকাশ।

বন্ধুত্ব একটি সম্পর্ক: বন্ধু শব্দটির মাঝে মিশে আছে পৃথিবীর সব নির্ভরতা। সুখ-দুঃখের সহভাগিতা। বন্ধু মানেই জীবনের একটি চরমতম অনুভূতি যা ভরিয়ে দেয় প্রাণ! আনন্দে নেচে ওঠে হৃদয়। বন্ধু মানে দু'টি দেহের একটি প্রাণ। বন্ধু সেই যে আত্মার কাছাকাছি বাস করে। বন্ধুর ডাকে হৃদয়ের স্পন্দন হয়; হয় ভালোলাগার এক অপূর্ব অনুভূতি, যা ভরিয়ে দেয় মন, জুড়িয়ে দেয় হৃদয়। সত্যিকার অর্থেই বন্ধুত্ব এক অদ্ভুত সম্পর্কের নাম। রক্তে কোন লেনদেন নয়; তবুও বন্ধু সম্পর্কের চেয়েও আবেগের হয়ে ওঠে। যদি বন্ধু হও হাতটা বাড়াও। হৃদয়ের আহ্বানে মিলেছে বন্ধুর হাত যা চিরস্থায়ী। বন্ধু সময় ও সুসময়ের পথচলার সঙ্গী।

বন্ধু হৃদয়ের কাছে বাস করা ব্যক্তি। বন্ধু হল সে, যে অপর বন্ধুর সুখ আনন্দকে সমানভাবে ভাগ করে নেয়। দুঃখ-কষ্টের সমব্যথী। বন্ধুত্ব কোনকিছুর মাপকাঠিতে মাপা যায় না। যে কথা পিতা-মাতা কিংবা গুরুজনকে বলা যায় না; বন্ধুকে তা অনায়াসে প্রাণখুলে বলা যায়। ভালো লাগা, মন্দ লাগা, সুখ-দুঃখের কথা বন্ধুর কাছে নির্ভয়ে মন খুলে বলা যায়। বন্ধুত্বের বন্ধনে কোন স্বার্থ থাকে না। জীবনের প্রয়োজনেই মানুষ বন্ধু খুঁজে। যে ব্যক্তি একজন ভাল বন্ধু খুঁজে পেয়েছে সে যেন মহামূল্যবান রত্ন খুঁজে পেয়েছে। বন্ধুত্ব যতই পুরান হয় ততই দৃঢ় হয় ও বন্ধুত্বের খাঁটিত্ব প্রমাণিত হয়। বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে মনমানসিকতার মিল আর মেলামেশার মাধ্যমে। বিশ্বাস, ভরসা ও আস্থা মোটকথা ভালোবাসা বিশ্বাস ও সহমর্মিতার উপর গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব। বন্ধু আমার বন্ধু, তুমি আমার ভালোবাসা ও নির্ভরতার নাম।

বন্ধুত্ব ও বিশ্বায়ন এবং বাস্তবতা: বন্ধুই একমাত্র সম্পর্ক যা ব্যক্তিকে আশা যোগায়। নতুন করে বাঁচতে এগিয়ে যেতে প্রেরণা যোগায়। বন্ধুত্বের কোন গণ্ডি নেই। যে কোন সময়, যে কোন বয়সের, যে কোন কারও সাথেই বন্ধুত্ব হতে পারে। মন ও আত্মার মিল

এবং বিশ্বাস ও আস্থার ভরসাই তো আত্মার বন্ধনে বেঁধে দেয়। বন্ধুত্বের সম্পর্ক অটুট চিরস্থায়ী সম্পর্ক হলেও বর্তমানে বন্ধুত্বের ধরণ, অবস্থা, অবস্থান ও গতি বদলাচ্ছে।

বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের যুগ। এক পৃথিবী, এক পরিবার ও এক ভবিষ্যৎ স্লোগানের যুগ। বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কার ও তথ্য প্রযুক্তির ফলে বন্ধুত্বের ধরণ, গণ্ডি ও সীমানা পরিবর্তন হচ্ছে। এখন মানুষ শুধু চেনাজানা ও পরিচিতদের মধ্যেই বন্ধুত্ব করে না। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমেও বন্ধুত্ব হয়। যাকে কোনদিন দেখি নাই, যার ভাষা বুঝতে পারি না। আজকাল তার সাথেও বন্ধুত্ব হয়। অনেক সময় এইসব বন্ধু ও বন্ধুত্ব ভালোর চেয়ে মন্দতাই বেশি ডেকে আনে। এমন কি, এহেন বন্ধুত্বের জন্য জীবনও চলে গেছে ও যেতে পারে। এমন বন্ধু শুভফল বয়ে আনে না বরং অভিশাপ হয়ে জীবনকে শেষ করে দেয়। বন্ধু হয় অভিশপ্ত জীবনের অংশ। বন্ধু হল আশীর্বাদ।

মানুষ বন্ধুকে অন্ধের মত বিশ্বাস করে। এই সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে অনেকে বন্ধুর বেশে জীবনে আসে। জীবনকে করে তোলে দুর্বিসহ। বন্ধুবেশে বন্ধুর ক্ষতি করাটাও সোজা হয়, যা আজকাল অহরহ ঘটছে। এমন পরিস্থিতি ও সম্পর্কের কারণে নষ্ট হয়ে যায় বন্ধুত্বের মত আত্মার সম্পর্ক। পরিবর্তন হয় বন্ধুত্বের ধরণ ও অবস্থা।

বন্ধু নির্বাচনে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়: বন্ধু মানব জীবনের এক অমূল্য সম্পদ ও আত্মার সম্পর্ক। বন্ধু নামক এমন সম্পর্ক গড়তে ও সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করতে অবশ্যই বিচার বিশ্লেষণ ও যাচাই করে নিতে হয়। আত্মার এই সম্পর্ককে মজবুত করতে আমরা কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করতে পারি।

ক) বিশ্বস্ততা: বন্ধুত্ব এমনই এক সম্পর্ক যা বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এমন মানুষকে বন্ধু করতে হয় যে বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসের আস্থা অর্জন করতে পারে। দু'একদিনের পরিচয়ে কাউকে বন্ধু বানান ঠিক নয়। অবিশ্বাসের ফলে বন্ধুত্বের স্বাভাবিক জীবনের গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যায়। বন্ধু হবে চরম বিশ্বস্ত। মনে অবিশ্বাস নিয়ে তো বন্ধুত্ব করা যায় না। প্রকৃত বন্ধু কখনই মিথ্যা ও ছলছাতুরীর আশ্রয় নেয় না।

খ) গোপনীয়তা: বন্ধুত্বের সম্পর্কে গোপনীয়তা একটি বিশেষ দিক। বন্ধু যেন তার বন্ধুর সহভাগিতার বিষয়সমূহ গোপন রাখে। এমন বন্ধুও আছে যারা বন্ধুর ব্যক্তিগত কথা ও গোপনীয় বিষয়াদি আরেকজনকে অবলীলায় বলে দেয়। এমনটা কোনভাবেই কাম্য নয়। গোপন বিষয়াদি গোপন না থাকলে যেমন বিশ্বস্ততা ভঙ্গ হয়, তেমনি বন্ধুত্বের মধ্যে মনমালিন্য দেখা দেয় ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এমন বন্ধুকে পরিত্যাগ করাই ভাল।

গ) স্বচ্ছতা: প্রকৃত বন্ধু ও বন্ধুত্বের মধ্যে স্বচ্ছতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ছলছাতুরী নয় বরং স্বচ্ছতাই বন্ধুত্বের সম্পর্ককে মজবুত করে। ব্যক্তি নিজের ও পরিবার নিয়ে কখনই মিথ্যার আশ্রয় নেয় না। বানিয়ে বানিয়ে নিজের বিষয়ে মিথ্যা বলে না। বন্ধু কখনই সারাক্ষণ বন্ধুকে হেয় পতিপন্ন করে না। বন্ধুর দোষ খোঁজার চেয়ে বরং তার দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে সম্পর্ককে মজবুত করে। আদান প্রদানেও বিশ্বস্ত ও স্বচ্ছ হতে হয় নতুবা সন্দেহ ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

ঘ) শুভাঙ্খাক্ষী: বন্ধু আমার শুভাঙ্খাক্ষী; পথ চলার সঙ্গী। বন্ধুর পরিচয় হল বিপদের সময়ে পাশে থাকা। আশার ভরসা হয়ে বন্ধুকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বন্ধুর বিষয়ে বাজে সমালোচনা করা কোনভাবেই কাম্য

নয়। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বন্ধুর প্রতি অভিযোগ তোলাও শুভ লক্ষণ নয়।

৬) পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধঃ পথচলার সঙ্গী হিসাবে একজন ভাল বন্ধু একান্তভাবেই কাম্য। বন্ধুত্বের বন্ধনের সাথে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও স্নেহ বাৎসল্য কাম্য। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও আদান-প্রদানই তো বন্ধুত্বকে মজবুত করে। কথায় কথায় বন্ধুকে অপমান করা, হেয় প্রতিপন্ন করা কোনভাবেই বন্ধুত্বের মধ্যে কাম্য নয়। কোনভাবেই একতরফা বন্ধুত্ব হতে পারে না। উভয় পক্ষের মতামতের গুরুত্ব দিতে হয়। বন্ধুত্বের মধ্যে পারস্পারিক শ্রদ্ধা থাকতে হয়।

উপসংহারঃ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে মনমানসিকতার মিল আর মেলা মেশার মধ্য দিয়ে। এভাবেই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও বিশ্বাসের আস্থার উপর গড়ে ওঠে এক আত্মার সম্পর্ক। বন্ধুত্ব কখনই শেষ হয় না। নিত্যদিনের জীবন চলার পথে বন্ধু আমার ভরসা ও আত্মার সম্পর্কের এক নাম। বিশ্বাসের স্বচ্ছতায় নিত্যদিনের পথচলায় বন্ধু আমার চিরস্থায়ী সঙ্গী। সারাজীবন অটুট থাকুক বন্ধুত্বের সম্পর্ক। বন্ধু! তোমার জন্য শুভকামনা নিরন্তর।

৫ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ

থেকে উপলব্ধি করতে পারি যে, যাজকদের কী হতে এবং কী করতে হবে? বাংলাদেশ মণ্ডলীর ঐশজনগণ পালকীয় যত্নের আকাঙ্ক্ষী। যাজকগণকে প্রেমপূর্ণ সেবাকাজ করতে হয়। সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর কর্তব্য পালনে নিষ্ঠাবান, বিশ্বস্ততা ও পালকীয় কাজে ত্যাগস্বীকার আমাদের হৃদয় পূর্ণ করে রাখুক।

প্রার্থনাঃ হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাদের আশীর্বাদ কর আমরা যেন সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর অনুকরণে ভালোবাসা দিয়ে ভাইবোনদের মন জয় ক'রে নিতে পারি। সব রকম বিরোধিতার সামনে অটল অবিচল থাকতে পারি।

দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিমিটেড

স্থাপিতঃ ০১/০৫/২০০৭ খ্রিঃ, রেজি. নং-০৫, তারিখ: ১৯/০৭/২০১২ খ্রিঃ
১ম সংশোধিত রেজি. নং-সঅ-০১ (আইন), তারিখ: ০৫/০১/২০২৩ খ্রিঃ,
২য় সংশোধিত রেজি. নং-সঅ-০২ (আইন), তারিখ: ২০/০৩/২০২৪ খ্রিঃ

নিরীক্ষা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিঃ এর সকল সদস্য, দেনাদার ও পাওনাদারদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সমিতির ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বিধিবদ্ধ বার্ষিক নিরীক্ষা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নেতৃত্বে গঠিত নিরীক্ষাদল কর্তৃক আগামী ০৭/০৮/২০২৫ খ্রিঃ তারিখ হতে সমিতির প্রধান কার্যালয়ে আরম্ভ করা হবে। তদানুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের নামীয় স্ব স্ব হিসাবাদি, সমিতিতে রক্ষিত ৩০/০৬/২০২৫ খ্রিঃ তারিখের হিসাবের সাথে সমিতির নিরীক্ষা চলাকালে আগামী ০৮/০৯/২০২৫ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে মিলিয়ে নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারে আলাদা কোন ভেরিফিকেশন স্লীপ ইস্যু করা হবে না। উক্ত সময়ের মধ্যে হিসাবাদী মিলিয়ে না নিলে সমিতিতে রক্ষিত হিসাবকে চূড়ান্ত বিবেচনা করে নিরীক্ষা সম্পাদন করা হবে।

সোলাইমান বেগ
উপনিবন্ধক
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা
ও
দলনেতা, নিরীক্ষাদল।
দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিঃ

বিজ্ঞ/১৬৩/২৫

মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা

MOHAMMADPUR CHRISTIAN BAHUMUKHI SAMABAYA SAMITY LTD. DHAKA

স্থাপিতঃ ১৯৯৭ খ্রীঃ, রেজিঃ নং- ৪০৭, তাং- ১৯-১০-১৯৯৮ খ্রীঃ, সংশোধনী রেজিঃ নং- ০৬, তাং- ০৭-০২-২০২৩ খ্রীঃ

বিশেষ সাধারন সভা ও নির্বাচন

এতদ্বারা **মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা** এর সকল সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ২৭/০৬/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সিদ্ধান্তক্রমে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ৯:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে সেন্ট তেরেজা'স স্কুল, ফাদার পিনোস সেন্টার, ৬/২/১ বড়বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা-এ ০১ (এক) জন চেয়ারম্যান ০১, (এক) জন ভাইস-চেয়ারম্যান, ০১ (এক) জন সেক্রেটারী, ০১ (এক) জন ট্রেজারার ও ০৮ (আট) জন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যসহ মোট ১২ (বার) টি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত নির্বাচনে সমিতির সকল সদস্যগণকে নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী অফিস চলাকালীন সময়ে নির্বাচনের ০১ (এক) মাস পূর্ব হতে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির নিকট হতে জেনে বিশেষ সভা/নির্বাচনের অংশগ্রহণ করতঃ ভোট প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হল।

উল্লেখ যে, খসড়া ভোটার তালিকার বিষয়ে সদস্যগণের কোন আপত্তি থাকলে নির্বাচনী নোটিশ প্রদানের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট আপত্তি জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

রনজিত ফলিয়া
সেক্রেটারী (কো–অপ্ট)
ব্যবস্থাপনা কমিটি
মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা।

আলোচ্যসূচী:

১। ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান
সংযুক্তঃ খসড়া ভোটার তালিকা ২৪ (চব্বিশ) পাতা

অনুলিপি প্রেরণ:-
১। চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যান, মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা।
২। সমিতির নোটিশ বোর্ড, ৩। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পত্রিকা, ৪। চার্চের নোটিশ বোর্ড (সেন্ট খ্রীষ্টিনা চার্চ ও প্রেরিত গনের রানী মারীয়ার কাথলিক গির্জা), ৫। মেট্রোপলিটন থানা সমবায় অফিসার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। ৬। জেলা সমবায় অফিসার, ঢাকা

বিজ্ঞ/১৬২/২৫

৯ আগস্ট আদিবাসী দিবসে আদিবাসীদেরই "আদিবাসী" বলার এবং লেখার প্রকৃত স্বাধীনতা নেই

পিটারসন কুবি

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নেয় দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বরে। স্বাধীন দেশের একটি লাল সবুজ পতাকা অর্জনের পেছনে রয়েছে দেশের সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক কাতারে এসে সবার ত্যাগ তিতীক্ষা ও রক্তদানের ইতিহাস। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই জীবনবাজী রেখে পাক বাহিনীদের হাত থেকে দেশ মাতৃকাকে রক্ষা করার দৃঢ় শপথ দিয়েই একাত্তরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। সে সময় কে উপজাতি, কে আদিবাসী, কে হিন্দু, কে মুসলিম বা কে খ্রিস্টান এসব ভেদাভেদ ছিল না। স্বাধীন হবার পর ইচ্ছেমতো সরকার আদিবাসীদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাদের দাবীদাওয়াগুলোকে পাশ কাটিয়ে ধামাচাপা দিয়ে এক প্রকার রাষ্ট্রীয় আইনী ক্ষমতাবলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রত্যাশা ও দাবী "আদিবাসী" শব্দের স্থলে উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা প্রভৃতি হেয় প্রতিপন্নের শব্দচয়নে বিভিন্ন নাম দিয়ে সরকার এক ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে যা দুঃখজনক। কোনো জাতিগোষ্ঠীর নামকরণ ঐসব জনগোষ্ঠীর মতামতকে উপেক্ষা করে জোর করে কোনো নাম চাপিয়ে দেওয়া চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল আর এটা বাংলাদেশের আদিবাসীদের উপর সরকার প্রয়োগ করেই চলেছে। আদিবাসী শব্দ ব্যবহার না করতে মিডিয়াগুলোকে নির্দেশদান করেছে। এটিও দেশের নাগরিকের বাক্ স্বাধীনতা খর্ব করে। এই চব্বিশেও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলেও "আদিবাসী" শব্দের জু জু ভয় সরকারকে চেপে ধরেছে। ফলে জুলাই চব্বিশে আদিবাসী শব্দযুক্ত গ্রাফিতি টেক্স বই থেকে মুছে ফেলেছে, এসবের প্রতিবাদ করতে গেলে আদিবাসীদের উপর নগ্নভাবে নির্মমভাবে হামলা করে রক্তাক্ত করেছে রাজপথে। আদিবাসী যেন বলতে এবং লিখতে না পারে, সেই ষড়যন্ত্র এখনো চলছে যা ফেইসবুক এবং পত্র পত্রিকায় দেখতে পাই। ফলে স্বাধীন দেশে আদিবাসীদের "আদিবাসী" বলার স্বাধীনতা যে নেই এটা দেশ বিদেশে থাকা সব বাংলাদেশী নাগরিকেরই জানা। বাস্তবতা এটাই। কিন্তু এটা দেশের ৫০টির বেশী জাতিগোষ্ঠীর, তথা গারো, চাকমা, মারমা, হাজং, সাঁওতাল, খাসিয়া প্রভৃতিদের কখনো কাম্য ছিল না।

এক সময় সরকারপ্রধান নিজেরাও "আদিবাসী" শব্দটা ব্যবহার করেছেন এবং সরকারি নথিপত্রেও এসবের ব্যবহার রয়েছে যা অনেকের কাছেই তা প্রামাণ্য দলিল হিসেবে সংরক্ষিত। উল্লেখ্য, পাকিস্তান আমলে প্রণীত ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইনেও "আদিবাসী" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং তাদের বিশেষ অধিকার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সংবিধানের প্রথম তফসিলে "অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন"-এর মধ্যে উক্ত পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন সর্বাগ্রে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। তাই বলা যেতে পারে বাংলাদেশের জন্মের আগে ও পরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আদিবাসীদের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান ইনকাম ট্যাক্স এ্যাক্ট ১৯২২ ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে - "আদিবাসী পাহাড়ী" ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে দি ইন্ডিয়ান ইনকাম ট্যাক্স এ্যাক্ট ১৯২২ প্রযোজ্য হবে। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় সংসদে প্রণীত ১২নং আইনে এবং আইনের কার্যকারিতা প্রসঙ্গে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ১২ জুলাই ১৯৯৫ জারিকৃত সরকারি পরিপত্রেও "আদিবাসী পাহাড়ী" উল্লেখ করা হয়। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের ২০০২ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি পরিপত্র একটি প্রকল্প কর্মসূচী সংক্রান্ত নীতিমালায় আদিবাসী শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় আদিবাসী সমন্বয় কমিটির প্রকাশনা "সংহতি ২০০০" - এ প্রদত্ত বাণীতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা "আদিবাসী" শব্দটি ব্যবহার করে বাংলাদেশে বিশ লাখ আদিবাসী রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর বাণীতে উল্লেখ করেন যে - "বাংলাদেশের বিশ লাখ আদিবাসীসহ বিশ্বের কোটি আদিবাসী জনগণকে এ উপলক্ষে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ---- বাংলাদেশে চাকমা, খাসি, গারো, মারমা, সাঁওতাল, ত্রিপুরা, উঁরাও, মুণ্ডা, হাজং, কোচ, চাক, রাখাইন, মণিপুরীসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরো অনেক জাতিসত্ত্বার মানুষ আবহমান কাল ধরে বসবাস করে আসছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ আদিবাসীদের অবদান ছিল গৌরবের।" শেখ হাসিনা তার বাণীর শেষের দিকে " আদিবাসী জনগণ" সম্বোধন করে আদিবাসীদের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতি কামনা করেন। তার বাণীতে "আদিবাসীরা নানাভাবে নিপীড়িত হচ্ছে, মধুপুরে ইকো-পার্কের নামে আদিবাসীদের হত্যা করা, তাদের ভূমি কেড়ে নেয়া হচ্ছে জোরপূর্বক, উন্নয়নের নামে তাদের জীবন ও জীবিকা ধ্বংস করা হচ্ছে, তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি আজ বিপন্ন, আদিবাসী নারীরা এখন অসহায় - এভাবে দেশ চলতে পারে না।" আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারেও আদিবাসী শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ক্ষমতা পাওয়ার পর এই আদিবাসী শব্দটি দেশান্তরী হয়ে মুখোশের আড়ালে চাপা পড়ে যায়।

২০০৩ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও একইভাবে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে "সংহতি ২০০৩" - এ প্রদত্ত বাণীতে "আদিবাসী" শব্দটি উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর বাণীতে উল্লেখ করেন যে - "আমাদের জনগোষ্ঠীরই একটি অংশ আদিবাসী। আদিবাসীরাও আর সকলের মতো সমান মর্যাদাসম্পন্ন বাংলাদেশের নাগরিক। মুক্তিযুদ্ধে যেমন দেশগঠনেও তেমনি আদিবাসীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আদিবাসীদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে আমরা বিভিন্নমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে চলেছি। আদিবাসীদের রয়েছে এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, বৈচিত্রময় সংস্কৃতি। এই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আমাদের জাতীয় সম্পদ।" কিন্তু বাস্তবে বিএনপি নেত্রীও সে সময়ের সরকার প্রধান বেগম খালেদা জিয়াও পরবর্তীতে আদিবাসী শব্দটি বয়কট করেছেন, ফলে এদেশে "আদিবাসী নেই" বলে অবলীলায় সরকার বলেছিলেন।

কথা হলো, বাংলাদেশের কোনো সরকারই আদিবাসী আছে বলে বর্তমানে স্বীকার না করলেও তারা অতীতের আয়নায় নিজেদের দেখলে নিজেদের আগের কথা গুলো ৯ আগস্ট আদিবাসী দিবসের বাণীতে "আদিবাসী" হিসেবে সম্বোধনের চিত্রটা ভেসে উঠবে। সেই সাথে স্বাধীনতার আগে ও পরের নানা নথিতে আইনী বই পত্রে ব্যবহৃত শব্দ "আদিবাসী" শব্দটি প্রামাণ্য দলিল, যা চাইলেই পরিবর্তন করা অতি সহজ নয়।

বৃটিশ আমলে, পাকিস্তান আমলে, খালেদা জিয়া এবং হাসিনার আমলে আদিবাসী শব্দ ব্যবহার হলেও, দুই নেত্রী ৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে তাদের বাণীতে আদিবাসী শব্দটি ব্যবহার করলেও বাস্তবে সংবিধানে কেন আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে না, তা মোটেই সবার কাছে বিশেষত আদিবাসীদের কাছে বোধগম্য নয়।

বাকি অংশ ৮ নং পৃষ্ঠায় দেখুন....

Ref. # CCCUL/HRD/CEO/2025-2026/38 Date: 29 July, 2025

JOB OPPORTUNITY

The Christian Cooperative Credit Union Limited, Dhaka is looking for a young, energetic, dynamic and self-motivated experienced "**Officer**" for Accounts Department.

Key Job Responsibilities:

- Maintain all books of accounts, register, ledger and Journal etc. following accounting standard and accounting principles and policies of the organization.
- Preparation of financial statements and necessary reports periodically as required by the management.
- Ensure accounting accuracy in all transactions.
- Preparation of annual budget, forecast cash flow, review and evaluation for cost optimization.
- Confirm compliance of organization policy, Companies Act 1994, Income Tax rules, VAT rules and other related laws.
- Ensure all necessary tax & vat deduction from various sources & deposit with appropriate govt. authority within the time limit including Submission of VAT returns, reports and documentation.
- Liaise with the TAX department and advise on TAX and VAT planning.
- Advise on TAX & VAT planning within current legislation to enable them to minimize tax liabilities.
- Prepare different project related financial statements (income statement, balance sheet & cash flow statement etc.) for project profile, business plan, feasibility study etc.
- Provide timely and accurate analysis of Budgets, Financial Reports and Financial Trends in order to assist the Management in taking decisions accordingly.
- Design financial strategies for maximizing revenue, profitability & liquidity.
- Maintain liaison with Banks/financial institutions and other external stake holders regarding financial issues.
- Analyze costs, variable contributions and the organization's actual performance compared to the business plans.
- Prepare flowcharts and diagrams showing prior, current and projected revenues and expenditures to provide a basis for comparison and evaluation.
- Reconcile bank statements and ensure financial accuracy.
- Process monthly payroll accurately and on time and maintain and update employee payroll records in the accounting system.

Educational Requirements:

- Masters in Accounting/ Finance from any reputed University.
- Relevant Professional Degree (CA / CMA) will get advantage.

Experience Requirements:

- Minimum 3 to 5 years in the relevant field particularly dealing with Project Accounts and VAT & Tax related issues. Candidates having experience in Banking/Financial Institutions will get preferences.
- The applicants should have experience in the following area(s):
- Project Accounts, Tax (VAT/ Income Tax), Internal Audit, Strategic Planning etc.

Additional Requirements:

- Age Maximum 40 Years.
- Male/Female both can apply.
- Strong Team building and leadership skills.
- Ability to work under pressure and meet deadlines.
- Should have a high level of written and oral communication skills.
- Sound knowledge on computer literacy (MS Office, especially Excel, Accounting Software like Quick Books etc.).
- Have knowledge and skill of Fixed Assets and Inventory Management.

Compensation & Other Benefits: As per organization policy
Employment Category: Regular - if age is below 35 years; Contractual - if age exceeds 35 years, (Full time)

Application Procedures:	Address:
Qualified candidates are requested to send their completed CV along with all a forwarding letter, copies of educational & training certificates, 02 copies of passport size photographs and send to the mentioned address by **16th August, 2025.** ---------- **Michael John Gomes** **Secretary - The CCCU Ltd., Dhaka**	**Chief Executive Officer** **The Christian Co-operative Credit Union Limited, Dhaka** Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A Tejturi Bazar, Tejgaon, Dhaka – 1215, Tel: 9123764, 9139901-2 http://www.cccul.com/

The position applied for should be written on top right corner.

বিজ্ঞ/১৬৫/২৫-(ক)

সূত্র নংঃ দিসিসিসিইউএল/এইচআরডি/সিইও/২০২৫-২০২৬/৩৭ তারিখ: ২৯ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর **কালচারাল একাডেমী** বান্দুরা ও পাগাড় শাখার জন্য চুক্তিভিত্তিক খন্ডকালীন কর্মী এবং ঢাকা ক্রেডিট মার্কেটিং বিভাগের জন্য নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে-

ক্র:	পদের নাম	কর্মস্থল	পদ সংখ্যা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন স্কেল	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
০১	নৃত্য শিক্ষক/শিক্ষিকা	বান্দুরা ও পাগাড়	বান্দুরা - ০১ পাগাড় - ০১	অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর	পুরুষ/ মহিলা	আলোচনা সাপেক্ষে	- সর্বনিম্ন স্নাতক পাশ হতে হবে। - যে কোন স্বনামধন্য ইনস্টিটিউট হতে নৃত্য শিক্ষায় সনদধারী হতে হবে। - নৃত্য প্রশিক্ষণ প্রদানে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা হবে।
০২	সংগীত শিক্ষক/শিক্ষিকা	বান্দুরা ও পাগাড়	বান্দুরা - ০১ পাগাড় - ০১	অনূর্ধ্ব ৪০ বছর	পুরুষ/ মহিলা	আলোচনা সাপেক্ষে	- সর্বনিম্ন স্নাতক পাশ হতে হবে। - যে কোন স্বনামধন্য ইনস্টিটিউট হতে সংগীত শিক্ষায় সনদধারী হতে হবে। - বিভিন্ন শাস্ত্রীয়/লোকগীতি/আধুনিক সংগীত চর্চায় পারদর্শী হতে হবে। - অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা হবে।
০৩	সহকারী তবলা শিক্ষক	বান্দুরা ও পাগাড়	বান্দুরা - ০১ পাগাড় - ০১	অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর	পুরুষ	আলোচনা সাপেক্ষে	- সর্বনিম্ন স্নাতক পাশ হতে হবে। - যে কোন স্বনামধন্য ইনস্টিটিউট হতে তবলা শিক্ষায় সনদধারী হতে হবে। - তবলা শিক্ষক হিসাবে নূন্যতম ০২ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক - অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা হবে।
০৪	ট্রেইনী (চুক্তিভিত্তিক)	মার্কেটিং বিভাগ	০২	অনূর্ধ্ব ৩০ বছর	পুরুষ	আলোচনা সাপেক্ষে	- অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় প্রশাসন / মার্কেটিং / বাণিজ্য বিভাগে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রীধারী হতে হবে। কোন পরীক্ষায় ৩য় বিভাগ বা সিজিপিএ ২.৫ এর নীচে গ্রহণযোগ্য নয়। - স্বনামধন্য কোন প্রতিষ্ঠানে নূন্যতম ০২ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। টার্গেট অনুযায়ী কাজ করার মনমানসিকতা থাকতে হবে। - যেকোন সময় যে কোন জায়গায় কাজে যাওয়ার মনমানসিকতা থাকতে হবে। - কম্পিউটার (এম.এস. অফিস) জ্ঞান থাকা অত্যাবশকীয়।

শর্তাবলী:-

০১। আবেদনপত্র ও ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবিসহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত পাঠাতে হবে।
০২। ০২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসাবে দিতে হবে (যিনি আপনাকে ভালভাবে চেনেন)।
০৩। খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
০৪। চারিত্রিক সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
০৫। আগ্রহী প্রার্থীগণকে অবশ্যই সৎ, কর্মঠ, পরিশ্রমী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
০৬। সমিতির প্রয়োজনে যে কোন দিন ও যে কোন সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
০৭। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারী প্রার্থীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
০৮। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
০৯। আবেদন পত্র আগামী ১৬ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ সন্ধ্যা ৬:৩০ ঘটিকার মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌছাতে হবে।

মাইকেল জন গমেজ
সেক্রেটারী-দি সিসিসি ইউ লিঃ, ঢাকা।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা
জোনাস গমেজ
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
রেভাঃ ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবন
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা - ১২১৫

বিজ্ঞ/১৬৫/২৫-(খ)

Ref. # CCCUL/HRD/CEO/2025-2026/39 Date: 29 July, 2025

JOB OPPORTUNITY

The Christian Cooperative Credit Union Limited, Dhaka is seeking a highly organized and detail-oriented **Supply Chain & Procurement Officer** to manage procurement operations, vendor relationships, inventory, and logistics. The ideal candidate will play a key role in ensuring the smooth operation of our supply chain processes while optimizing costs and maintaining the highest standards of quality and efficiency.

Key Job Responsibilities:

- Plan, manage, and coordinate all procurement and supply chain activities.
- Source and negotiate with reliable vendors and suppliers.
- Evaluate supplier performance based on quality standards, delivery time, and price.
- Ensure timely procurement of materials and services according to project and production timelines.
- Maintain accurate records of purchases, pricing, invoices, and other important data.
- Oversee inventory management and ensure optimal stock levels.
- Collaborate with internal departments to forecast demand and manage supply risks.
- Ensure compliance with company policies, as well as relevant laws and regulations.
- Prepare reports and forecasts for senior management on procurement and supply chain metrics.

Educational Requirements:

- Master's/Bachelor's degree in Supply Chain Management, Business Administration, Logistics, or a related field.

Experience Requirements:

- Minimum 3 to 5 years in the relevant field. Candidates having experience in Banking/Financial Institutions will get preferences.
- Experience with import/export regulations and customs clearance is an advantage.
- Knowledge of sustainable procurement practices.

Additional Requirements:

- Age Maximum 35 Years.
- Only males are allowed to apply.
- Solid understanding of procurement procedures, sourcing strategies, and inventory control.
- Strong analytical and negotiation skills.
- Excellent communication and interpersonal abilities.
- Ability to work independently and under pressure in a fast-paced environment.
- Strong Team building and leadership skills.
- Ability to work under pressure and meet deadlines.
- Should have a high level of written and oral communication skills.
- Proficiency in MS Office and supply chain management software (e.g., SAP, Oracle, etc.).
- Have knowledge and skill of Fixed Assets and Inventory Management.

Compensation & Other Benefits: As per organization policy
Employment Category: Regular (Full time)

Application Procedures:	Address:
Qualified candidates are requested to send their completed CV along with all a forwarding letter, copies of educational & training certificates, 02 copies of passport size photographs and send to the mentioned address by **16th August, 2025.** ---------- **Michael John Gomes** **Secretary - The CCCU Ltd., Dhaka**	**Chief Executive Officer** **The Christian Co-operative Credit Union Limited, Dhaka** Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A Tejturi Bazar, Tejgaon, Dhaka – 1215, Tel: 9123764, 9139901-2 http://www.cccul.com/

The position applied for should be written on top right corner.

বিজ্ঞ/১৬৫/২৫-(৭)

বন্ধু

সুনীল পেরেরা

মানব জীবনের বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে বন্ধুত্ব হলো অন্যতম। দক্ষিণ আমেরিকার প্যারাগুয়েতে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুলাই প্রথম বন্ধু দিবস পালনের প্রস্তাব ওঠে। ইতিহাস থেকে জানা যায় বিশ্ব বিখ্যাত হলমার্ক কার্ড কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা জয়েস হল হলেন বন্ধু দিবসের মূল প্রতিষ্ঠাতা। জয়েস হল ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২ আগস্ট বন্ধু দিবস পালনের জন্য ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। তিনি শুভেচ্ছা কার্ড বিনিময়ের মধ্য দিয়ে বন্ধু দিবসে বন্ধুদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানোর প্রচলন করেন। ২০১১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ এপ্রিল জাতিসংঘের সাধারণ সভা ৩০ জুলাইকে আন্তর্জাতিক বন্ধু দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়। তবে ভারতসহ কিছু দেশে আগস্টের প্রথম রবিবারকে আন্তর্জাতিক বন্ধু দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। দিবসটি উদ্‌যাপনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সামাজিকতা, বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের পারস্পরিক নেটওয়ার্ক তৈরি করা। কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়, কিন্তু বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা। বন্ধু দিবসের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, মানুষ হিসেবে মানুষের সঙ্গে সদ্‌ভাব বজায় রাখা ও তার মঙ্গল কামনা করা।

একজন বন্ধু হলো সেই ব্যক্তি যে আমার সবকিছু জানা সত্ত্বেও আমাকে ভালোবাসে এবং আমি যেরকম আছি ঠিক সেভাবেই আমাকে গ্রহণ করে। সত্যিকারের বন্ধু সবসময় তার বন্ধুর প্রতি কোন ভুল করলে তা স্বীকার করে এবং ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়। অপরদিকে তার বন্ধুও তাকে ক্ষমা দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকে। খাঁটি বন্ধুত্ব আমাদের উন্মুক্ত করে তোলে।

বন্ধু আত্মীয় নয়, তবে আত্মার স্বজন। বন্ধু আমার হিতৈষী, কল্যাণকামী ব্যক্তি। বন্ধুত্ব এক অমূল্য সম্পদ। জীবন চলার পথে কত মানুষের সাথেই দেখা হয়, কথা হয়, তবে সবাই বন্ধু হয় না। বিশেষ একজনকে হয়তো ভালো লাগে। ধীরে ধীরে তার প্রতি বিশ্বাস জন্মে, গড়ে ওঠে নির্ভরতার সেতুবন্ধন। শুরু হয় মন দেয়া-নেয়ার পালা। এভাবেই গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব। তাই ভেবে চিন্তে বন্ধু বাছাই করতে হয় যেন প্রতারিত না হয়। বন্ধুত্বের বন্ধন চিরস্থায়ী ভালোবাসায় গড়া বাঁধন।

বন্ধুত্ব কোন যৌনতার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বন্ধুত্ব যৌন আকর্ষণের উর্ধ্বে। যেখানে যৌন আকর্ষণ প্রাধান্য পায়, সেখানে বন্ধুত্ব থাকে না। তাই বিপরীত লিঙ্গের সাথেও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠতে পারে।

অন্তরে অন্তর মিলিয়েই বন্ধুত্ব। হ্যাঁ, বন্ধুত্ব হোক এমনি। একজন ভালো বন্ধু কখনো তার নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকে না এবং কখনোই বন্ধুর অমঙ্গল কামনা করে না। বন্ধুত্ব একটি বড় মানবিক মূল্যবোধ। দু'টি হৃদয়ে একটি আত্মাই হতে পারে প্রকৃত বন্ধু।

বন্ধু প্রেমিক যিশু তার শিষ্যদের বন্ধু বলে আখ্যায়িত করে বন্ধুর মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "বন্ধুর জন্য প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালোবাসা আর নেই।" যিশু আরও বলেছেন, "যারা তোমাদের ভালোবাসে, শুধু যদি তাদেরই ভালোবাসো, তাতে তোমাদের প্রশংসা পাবার মতো এমন কিইবা আছে? যারা পাপীদের ভালোবাসে, পাপীরাও তো তাদের ভালোবাসে।"

তাই সুন্দর ও সুখি জীবনের জন্য বন্ধুত্ব একটি অপরিহার্য বিষয়। মানব জীবন পরস্পর পরস্পরের সাথে সম্পর্কের জালে আবদ্ধ। তার মধ্যে অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ সম্পর্ক হলো বন্ধুত্ব। কেউ কেউ বলে, বন্ধুত্ব হচ্ছে ভালোবাসার চিরসবুজ মাঠ, আনন্দের উৎস, দুঃখের অবসান, আশার আলো এবং নির্ভরতার প্রতীক। প্রত্যেকটি মানুষেরই একজন ভালো বন্ধু থাকা প্রয়োজন। বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখার শর্ত হলো, ভালোবাসা, সহযোগিতা, সহভাগিতা ও বিশ্বাস। সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী বন্ধুর মতো ভক্তের পাশে থাকার মধ্যেই আনন্দ পেতেন।

বন্ধুত্ব মানব জীবনকে প্রভাবিত করে। প্রকৃত বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও প্রীতি'র উপর। ডিজিটাল বন্ধু নয়, আমাদের জীবনের জন্য প্রয়োজন প্রকৃত বন্ধু। বিপদেই বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায়। একজন প্রকৃত বন্ধু পাওয়া ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ। আমরা যেন বন্ধুত্বের জন্য সর্বদাই হাত প্রসারিত করি। আমরা যেন মানবিক হই, সহমর্মী হই প্রকৃত বন্ধুর মতো।

এরিস্টটল বলেছেন, "দু'টি দেহে একটি আত্মার অবস্থানই হলো বন্ধুত্ব।" হেনরী ফোর্ড বলেছেন, "my best friend is the ones who brings out the best in me." পবিত্র বাইবেল বলে, কেহ যদি আপন বন্ধুদের নিমিত্তে নিজ প্রাণ উৎসর্গ করে, ইহা অপেক্ষা অধিক প্রেম কাহারও নাই। *(যোহন: ১৫:১৩)*

যিশু আমাদের জন্য সারা জীবন ভালোবাসা বিলিয়ে গেলেন বন্ধুর মতো। সেই প্রাণের বন্ধুকে সামান্য অর্থের লোভে শত্রুদের কাছে বিক্রি করেছিলাম। যখন তাকে মিথ্যা আর প্রহসনের বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো, আমরা তাঁর হয়ে একটা কথাও বলতে পারলাম না। ভয়ে পালিয়ে গেলাম, তাকে অস্বীকার করলাম। কেমন বন্ধু আমরা? আমরা যিশুকে যতই ছেড়ে দেই না কেনো, তিনি আমাদের নিরন্তর হাত বাড়িয়ে আহ্বান করেন, "এসো বন্ধু আমার কাছে------।"

আমাদের পরম বন্ধু যিশু। তিনি আমাদের দুঃখের দিনেও সাথে থাকেন, আনন্দের দিনেও সাথে থাকেন। কারণ, তিনি আমাদের প্রকৃত বন্ধু। তিনি আমাদের ডাকে সর্বদাই সাড়া দেন, আমাদের সংকট মুহূর্তেও হাত বাড়িয়ে উদ্ধার করেন।

তাই গীতিকার মানিক নাথ বন্ধু যিশুকে নিয়ে চমৎকার গানটি লিখেছেন-

"তুমি আমার বন্ধু যিশু, তুমি মম সাথী
অন্ধকারে তুমি যে মোর
পথ দেখানো বাতি।
তুমি আমার পালক প্রভু,
ভুলে আমায় যাওনা কভু
চোখে চোখে রাখো মোরে
তুমি দিবস রাতি।"

শুধু এই জীবনেই নয়, যিশু আমাদের সঙ্গে যুগ যুগান্তর পর্যন্ত থাকবেন।

মূলত, বন্ধুত্ব মানে না কোন বয়স সীমা। বন্ধুত্বের কোন সীমারেখা থাকা ঠিক নয়। যেকোন বয়সের দু'জনে বন্ধু হতে পারে। সমমনা দু'জন মানুষের মধ্যেই বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে। প্রবীণ-নবীনের মিলনেই তো সুখি, সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা সম্ভব।

বিশ্বস্ততা হলো প্রকৃত বন্ধুর পরিচয়। অনেকেই ভাবাবেগে বলে থাকে সে বন্ধুর জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু বাস্তবে কয়জন তা পারে? আবার অনেকেই স্বেচ্ছায় পরের জন্য চক্ষু দান করেন অথবা নিজের একটা কিডনী বিলিয়ে দেন। আমরা যেন শুধু নিজের জন্য নয়, অপরের জন্যও বাঁচি। যিশুকে হৃদয়ে ধারণ করে তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করি। কারণ যিশু আমাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন অথচ বিনিময়ে চাননি কোন প্রতিদান। আমাদের ভাবনা চেতনা হোক, আমরা যেন সবার বন্ধু হই, সুখে-দুঃখে পাশে থাকি, মানুষের জন্য বন্ধুত্বের হাত বাড়াই। মানুষে মানুষে খাঁটি বন্ধুত্বের ব্যাপ্তি প্রসারিত হোক এই আমাদের একান্ত প্রত্যাশা ও প্রার্থনা।

স্বাস্থ্যকথা

কম বয়সে পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার পর যা হয়: প্যারেন্টিফিকেশন

শিশু, কিশোর বা উঠতি বয়সী তরুণদের পড়ালেখা ছাড়া খুব বেশি দায়িত্ব সাধারণত থাকে না। পরিবারের কাজে সহযোগিতা করলেও সেটি অভিভাবকের তত্ত্বাবধানেই হয়ে থাকে। কিন্তু কখনো কখনো পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায়, যখন কম বয়সী সন্তানকেও নিতে হয় পরিবারের দায়িত্ব, যা তার বয়সের তুলনায় অনেক বেশি। একেই বলে প্যারেন্টিফিকেশন। আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, প্যারেন্টিফিকেশন (Parentification) হল একটি মনস্তাত্ত্বিক ধারণা, যেখানে একটি শিশু বা কিশোর-কিশোরী তাদের পরিবারের সদস্যদের (বিশেষত তাদের পিতামাতার) ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হয়, যা তাদের বয়সের তুলনায় বেশি দায়িত্বের এবং সাধারণত তাদের জন্য উপযুক্ত নয়। এটি সাধারণত এমন পরিস্থিতিতে ঘটে যেখানে পরিবারের মধ্যে কোনও সদস্যের স্বাস্থ্য বা মানসিক অবস্থার অবনতি হয়, অথবা পিতামাতা তাদের সন্তানের কাছ থেকে অতিরিক্ত সমর্থন বা সেবা প্রত্যাশা করেন।

কেমন হয় সেই দায়িত্ব?

প্যারেন্টিফিকেশনের আওতায় কম বয়সেই পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জন, খাবারদাবারের ব্যবস্থা, বাড়ির দেখাশোনা কিংবা ছোট ভাইবোনকে মানুষ করার দায়িত্ব নিতে হতে পারে। মা-বাবাকে মানসিক সমর্থন দেওয়ার কাজটাও করতে হতে পারে। তবে অনেকেই শিক্ষাজীবনে নিজের খরচ চালানোর জন্য টুকটাক কাজ করেন, বাড়িতে মা-বাবাকে কাজে সহযোগিতা করেন কিংবা ছোট ভাইবোনের দেখভাল করেন। মা-বাবার তত্ত্বাবধানে থেকে এমন কাজ করাকে কিন্তু প্যারেন্টিফিকেশন বলা হয় না।

কেন এই দায়িত্বের বোঝা?

প্যারেন্টিফিকেশন অর্থ কম বয়সেই মা-বাবার মতো করে দায়িত্ব নেওয়া। মা-বাবা কেউ যদি মারা যান, শারীরিক বা মানসিক কারণে পরিবারের দায়িত্ব পালনে অপারগ হন কিংবা কোনো কারণে পরিবার থেকে দূরে থাকেন, সে ক্ষেত্রে কম বয়সী সন্তানকে বয়সের তুলনায় বেশি দায়িত্বশীল হয়ে উঠতে দেখা যায়। ফলে তাদের মানসিক, শারিরীকভাবে অনেক চাপ পড়ে।

অতিরিক্ত দায়িত্বে যেমন হয় জীবন

বয়সের তুলনায় অতিরিক্ত দায়িত্ব নিতে হলে জীবনটা আর ঠিক স্বাভাবিক ছন্দে চলে না। কম বয়সের রঙিন পৃথিবীটা ধূসর হয়ে যায়। আপাতদৃষ্টে মনে হতে পারে, কম বয়সে দায়িত্ব নিতে শিখে যাওয়াটা ভালো। কিন্তু কম বয়সের বাড়তি দায়িত্বের কারণে অতিরিক্ত মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়। নষ্ট হয় বয়সের স্বতঃস্ফূর্ততা। নিজেকে অনেক কিছু থেকে বিরত রাখার প্রবণতা গড়ে ওঠে। এ অবস্থায় তাদের মধ্যে অনেক প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। মানসিক বিষাদ, দুশ্চিন্তা, অতিরিক্ত মাত্রায় চিন্তা, হতাশা এ পরিস্থিতিগুলো তাদের মোকাবেলা করতে হয়।

দায়িত্বের চাপে নিজের ছোটখাটো শখ আহ্লাদ, এমনকি স্বপ্নও হারিয়ে যায়। বিষণ্নতা গ্রাস করতে পারে একসময়; হতে পারে বঞ্চনার অনুভূতি। এমনকি নিজের দায়িত্বে থাকা কেউ কোনো কারণে মন খারাপ করলেও নিজেকেই দোষী মনে হয়। বছরের পর বছর ধরে নানা দায়িত্বের বোঝা বইতে বইতে ক্লান্তও হয়ে পড়তে পারেন তিনি।

অন্যান্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে

প্যারেন্টিফিকেশনে দায়িত্ব নিতে নিতে সব সময় অন্যের খুশির দিকে অতিরিক্ত খেয়াল রাখাটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়াতে পারে। বন্ধুত্বের ক্ষেত্রেও বাড়তি দায়িত্ব নেওয়ার প্রবণতা দেখা যেতে পারে। পরবর্তী জীবনে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা এমনই হয়ে দাঁড়ায়। জীবনে কেউ পাশে দাঁড়িয়ে অকুণ্ঠ সমর্থন দেবেন কিংবা জীবনের দায়িত্ব ভাগ করে নেবেন, এমনটা বিশ্বাস করাই কঠিন হয়ে পড়ে।

যারা কাছের মানুষ

কাছের মানুষেরাও তাঁকে যত্ন করছেন, এ অনুভূতিটা তাঁর মানসিক সুস্থতার জন্য খুব জরুরি। সবাই তাঁর আত্মত্যাগকে 'টেকেন ফর গ্র্যান্টেড' অর্থাৎ ওর তো এটা করারই কথা ছিল বলে ধরে নিচ্ছেন, এমনটা যেন মনে না হয়। এ ধরনের মানুষের বন্ধু ও জীবনসঙ্গীর দায়িত্ব একটু অন্য রকম। মনের কথা উজাড় করে দেওয়ার মতো ও স্বস্তির অনুভূতি দেওয়ার মতো সত্যিকার বন্ধু, এমন মানুষের প্রয়োজন। আর জীবনের দায়িত্বের বোঝা ভাগ করে নেওয়াটাও তাঁর জীবনসঙ্গীর এক বিশেষ দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়।

প্যারেন্টিফিকেশন রোধে করণীয় দিকসমূহ:

প্যারেন্টিফিকেশন যেহেতু একটি মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা তাই এ বিষয়ে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিশেষত পরিবারের অভিভাবকদের এ বিষয়ে সচেতন হওয়া কাম্য। বাবা-মাকে তাঁর সন্তান বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে কাজগুলোর দিকে খেয়াল রাখতে হবে, সেগুলো হলো:

• শিশুদের স্নেহ-ভালোবাসা প্রদর্শন করা।

• শিশুদের সঙ্গে সঠিকভাবে যোগাযোগ করার মধ্য দিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা, যেন সহজেই শিশু তার যেকোনো সমস্যায় আপনার সাহায্যের কথা চিন্তা করতে পারে।

• শিশুর সঙ্গে উদ্দীপনামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা এবং যথাযথভাবে সময় দেওয়া।

• শিশুদের যেকোনো কাজের প্রশংসা করা ও তাদের বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করা।

• শিশুর পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টিকে মূল্যায়ন করা এবং শিশুর সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। এতে শিশুটি সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিখবে।

• সন্তান জন্মের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিন নিজেদের। এতে অনেক সমস্যার সমাধান করা সহজ হবে।

• শিশুদের ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত করুন। একটি শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয় কিন্তু পরিবার। শিশু বুঝতে শেখার পর থেকে তার আশপাশের প্রিয় মানুষগুলোকে অনুসরণ করে থাকে। তাই কাছের মানুষজন অর্থাৎ বাবা-মা-ভাই-বোন যদি ছোট্ট শিশুটিকে তার নিজস্ব কাজের জন্য ইতিবাচক কথা বলে থাকে, তাহলে শিশুটি ভালো কাজ করার ক্ষেত্রে আরও বেশি আগ্রহ পাবে। মনে রাখতে হবে, শিশুরা প্রশংসা ও মনোযোগ পেতে পছন্দ করে।

• ভুলক্রমেও শিশুর কোনো নেতিবাচক কাজকে পুরস্কৃত করবেন না। অনেক সময় দেখা যায়, শিশুরা অন্যায় আবদার করে অথবা কান্নাকাটি করে বড়দের কাছ থেকে কোনো কিছু আদায় করে নিতে চায়। এই ব্যবহারের ক্ষেত্রে যদি সে মনোযোগ পেয়ে যায়, তাহলে এই ধরনের অন্যায় আবদার দিনকে দিন শিশুটি করে যাবে। তাই শিশুর এমন কোনো আবদারে মনোযোগ দেওয়া যাবে না, যাতে শিশুর ক্ষতি হয়।

শুধুমাত্র পরিবার নয়। সমাজ, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, মণ্ডলী সকলের উচিত শিশুদের নৈতিক, মূল্যবোধ ও ন্যায্যতার বিষয়ে সঠিক ধারণা দেয়া। শিশুদের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে মোকাবেলা করার সক্ষমতা এবং মনোভাব গড়ে তোলার দায়িত্ব সকলের। কারণ একটি শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, একটি শিশু পিছিয়ে পড়া মানে ভবিষ্যতে দেশ, সমাজ এবং রাষ্ট্রের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলা। তাই, শিশুদের সুষম বিকাশে সকলের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক।

তথ্যসূত্র:*https://www.prothomalo.com/lifestyle/relation/twxmpq8vqf*

https://www.prothomalo.com/lifestyle/health

আলোচিত সংবাদ

স্বাস্থ্য খাতের টেকসই উন্নয়নে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ- প্রধান উপদেষ্টা

স্বাস্থ্যখাতকে টেকসই ও মানসম্মতভাবে গড়ে তুলতে সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, দেশের প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ায় সুলভ ও কার্যকর চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। 'বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস-২০২৫' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধান উপদেষ্টা বলেন "বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।' দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য, 'হেপাটাইটিস: লেটস্ ব্রেক ইট ডাউন', যা হেপাটাইটিস নির্মূলের লক্ষ্য অর্জনে তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।" সরকারের গৃহীত উদ্যোগের কথা তুলে ধরে ইউনূস বলেন, দেশের হাসপাতালগুলোর মানোন্নয়ন, প্রান্তিক জনগণের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ সেবা নিশ্চিত করতে জোর প্রচেষ্টা চলছে। মোবাইল ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে চিকিৎসাসেবা সহজলভ্য করা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'নীরব ঘাতক' হেপাটাইটিস প্রতিরোধে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

তথ্যসূত্র: https://www.amarsangbad.com/bangladesh/news/319974

জুলাই সনদের খসড়া প্রকাশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর খসড়া প্রকাশ করেছে। ইতোমধ্যে সোমবার (২৮ জুলাই) এই খসড়া সনদ রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো হয়েছে। জুলাই জাতীয় সনদের খসড়াটিতে বাংলাদেশে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত সফল ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জোট ও শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি। ঐকমত্যে উপনীত বিষয়সমূহগুলো হল: ১) 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫' এর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত ২) শাসন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ৩) সংস্কার টেকসইকরণ ৪) সমস্ত প্রস্তাব/সুপারিশ লিপিবদ্ধ ৫) আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা ৬) আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদান এবং ৭) ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সংবিধানে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দান।

তথ্যসূত্র:*https://rtvonline.com/national/335669*

'যুবসমাজ শুধু আমাদের ভবিষ্যৎই নয়, বাংলাদেশে তারা আমাদের বর্তমান'

যুবসমাজ শুধু আমাদের ভবিষ্যৎই নয়, বাংলাদেশে তারা আমাদের 'বর্তমান' বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। সোমবার (২৮ জুলাই) জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন ও নিউ ইয়র্কস্থ বাংলাদেশের কন্সুলেট জেনারেল কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত 'জুলাই বিয়ন্ড বর্ডার-সেলিব্রেশন অব দ্যা পাওয়ার অব ইয়ুথ ইন ট্রান্সফর্মিং বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, "যুবসমাজ শুধু আমাদের ভবিষ্যৎই নয়, বাংলাদেশে তারা আমাদের 'বর্তমান'। এক বছর আগে, তাদের হাত ধরেই সমতা, স্বচ্ছতা এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের দাবি সার্বজনীন জন-আকাঙ্ক্ষায় রূপ নেয়"। তৌহিদ হোসেন বলেন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে শুরু হওয়া এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান লক্ষ্য সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার। তিনি তার বক্তব্যে বিগত এক বছরে বর্তমান সরকারের গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলোর কথা তুলে ধরেন। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতাকে বৈশ্বিক বাস্তবতার সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ মন্তব্য করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, "তারুণ্যের প্রতি আস্থা রাখলে তারা জাতি গঠনের কেন্দ্রে দাঁড়াতে পারে"।

তথ্যসূত্র: *https://channel24bd.tv/national/article/279821*

প্রথমবার শতভাগ কার্যকর এইচআইভির ওষুধ অনুমোদন দিলো যুক্তরাষ্ট্র

কয়েক দশক ধরে কোটি মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে এইচআইভি ভাইরাস। তেমন প্রতিষেধক আবিষ্কার না হওয়ায় এইচআইভিতে আক্রান্ত মানেই যেন মৃত্যু। তবে, এবার এসেছে এর কার্যকর ওষুধ। যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) বিশ্বের প্রথম এইচআইভি প্রতিরোধী ওষুধ 'ইয়েজটুগো' বা 'লেনাক্যাপাভির' অনুমোদন দিয়েছে, যা বছরে মাত্র দুবার ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রায় শতভাগ (৯৯ দশমিক ৯৯) সুরক্ষা দিতে পারে। ধারণা করা হচ্ছে, এই যুগান্তকারী আবিষ্কার কোটি মানুষের জীবন বাঁচাতে পারবে। এর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান গিলিয়াড সায়েন্সেস ইতোমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বব্যাপী ওষুধটি সাশ্রয়ী মূল্যে পৌঁছে দিতে কাজ শুরু করেছে। ইনজেকশন স্বল্পমূল্যে উৎপাদন ও সরবরাহ করতে প্রতিষ্ঠানটি ছয়টি জেনেরিক ওষুধ প্রস্তুতকারকের সঙ্গে রয়্যালটিমুক্ত লাইসেন্স চুক্তিও করেছে। 'ক্যাপসিড ইনহিবিটর' নামে পরিচিত এফডিএ অনুমোদিত ওষুধ 'লেনাক্যাপাভির' বর্তমানে বছরে গড়ে ১৩ লাখ মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ঘটানো এইচআইভি ভাইরাস প্রতিরোধে প্রায় ১০০ শতাংশ কার্যকর বলে প্রমাণিত। ২০২৪ সালে, বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িকী 'সায়েন্স' এই ওষুধকে 'বছরের যুগান্তকারী আবিষ্কার' হিসেবে ঘোষণা করে। এফডিএ গত ১৮ জুন এই ওষুধের অনুমোদন দেয়। তবে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে লেনাক্যাপাভির প্রথম অনুমোদন পায় সানলেনক ব্র্যান্ড নামে, তখন তা ছিল শুধু সংক্রমিত রোগীদের চিকিৎসার জন্য।

তথ্যসূত্র:*https://channel24bd.tv/international/america/article/279532/*

স্পেনকে কাঁদিয়ে ইউরো চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড নারী ফুটবল দল

ইউরোর ফাইনালে নাটকীয় এক জয়ে শিরোপা ধরে রাখল ইংল্যান্ড নারী ফুটবল দল। রোমাঞ্চকর টাইব্রেকারে ৩-১ ব্যবধানে স্পেনকে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ইউরোপ সেরা হলো সারিনা ভিগম্যানের দল। ফাইনালের নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময় শেষে স্কোরলাইন ছিল ১-১। প্রথমার্ধে স্পেন এগিয়ে গেলেও দ্বিতীয়ার্ধে বদলি হিসেবে নামা ক্লোই কেলির দারুণ ক্রস থেকে গোল করে সমতায় ফেরান আলেসিয়া রুসো। এরপর শুরু হয় টাইব্রেকারের স্নায়ুযুদ্ধ। সেখানেই আবারো নায়িকা হয়ে ওঠেন কেলি। শেষ শটটি জালে জড়িয়ে নিশ্চিত করেন ইংল্যান্ডের জয়। এই জয় ইংল্যান্ড নারী দলের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়। দেশের বাইরে প্রথম কোনো বড় টুর্নামেন্ট জয়ের স্বাদ পেল তারা। কোচ সারিনা ভিগম্যানও গড়লেন অনন্য কীর্তি। দুই ভিন্ন দেশের কোচ হয়ে ইউরো জয়ের হ্যাটট্রিক। এর আগে নেদারল্যান্ডসের কোচ হয়ে ইউরো জিতেছেন এই কোচ। যখন মনে হচ্ছিল ম্যাচ আবার জমে উঠছে, স্প্যানিস ফরোয়ার্ড সালমা পারালুয়েলো শট নষ্ট করলে সুযোগ আসে ক্লোই কেলির সামনে। সেই চেনা ভঙ্গিতে প্র্যাঙ্কিং রান-আপ নিয়ে বল জালে পাঠান কেলি, ভাসিয়ে দেন ইংলিশ গ্যালারি। টানা দ্বিতীয় ইউরো জয়ের আনন্দে মাতোয়ারা পুরো ইংল্যান্ড শিবির।

তথ্যসূত্র:*https://www.kalerkantho.com/online/sport/2025/07/28/1553641*

মট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত
৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম
কোড: ৫০০১২৩, EIIN-১৩২৩০৯

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি
(কারিতাস অঞ্চল ভিত্তিক)

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর নির্দেশনা মোতাবেক মট্‌স এর ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের (২২তম ব্যাচ) কার্যক্রম শুরু হবে। কারিতাসের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কারিতাসের কর্ম এলাকা, ধর্মপল্লী ও আদিবাসী দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের আংশিক স্টাইপেন্ড সহকারে অটোমোবাইল, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার সায়েন্স, মেকানিক্যাল ও সিভিল টেকনোলজিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে। কারিতাস আঞ্চলিক অফিসসমূহের কোটা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক যোগ্য প্রার্থী নীতিমালা অনুসারে বাছাই করা হবে। এ বিষয়ে আগ্রহী প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট কারিতাস আঞ্চলিক অফিসসমূহে আগামী **১৪ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের** মধ্যে আবেদন করতে অনুরোধ করা হলো।

-: কারিতাস আঞ্চলিক অফিসসমূহে যোগাযোগের ঠিকানা :-

আঞ্চলিক পরিচালক **কারিতাস বরিশাল অঞ্চল** সাগরদি, বরিশাল - ৮২০০ ফোন: (০৪৩১)৭১৬১৯ মোবা: ০১৭১৯-৯০৯৪৮৬	**আঞ্চলিক পরিচালক** **কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চল** ১/ই বায়েজিদ বোস্তামী রোড (মিমি সুপার মার্কেটের পিছনে) পুর্ব নাসিরাবাদ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম ফোন: (০৩১)৬৫০৬৩৩ মোবা: ০১৮১৭-৭১০১৭৯	**আঞ্চলিক পরিচালক** **কারিতাস ঢাকা অঞ্চল** ১/সি-১/ডি, পল্লবী, মিরপুর - ১২ ঢাকা-১২১৬ ফোন: +৮৮০-২-৯০০৭২৭৯ মোবা: ০১৯৫৫-৫৯০৬৫৫	**আঞ্চলিক পরিচালক** **কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল** পশ্চিম শিবরামপুর পি. ও.বক্স-৮ দিনাজপুর - ৫২০০ ফোন: (০৫৩১) ৬৫৬৭৩ মোবা: ০১৭১২-৫৬৭৩৪৪
আঞ্চলিক পরিচালক **কারিতাস খুলনা অঞ্চল** খুলনা - ৯১০০ ফোন: (০৪১) ৭২২৬৯০ মোবা: ০১৭১৮-৪০৪৩৮২	**আঞ্চলিক পরিচালক** **কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল** ১৫ ক্যাথলিক পাদ্রী মিশন রোড ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ - ২২০০ ফোন: (০৯১) ৬১৭৯৩ মোবা: ০১৮৩৩-৯৯১৩০৫	**আঞ্চলিক পরিচালক** **কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল** পি.ও. বক্স-১৯ মহিশবাথান, রাজশাহী - ৬০০০ ফোন: (০৭২১) ৭৭৪৬১০ মোবা: ০১৭৫৫-৫৪৮০৮২	**আঞ্চলিক পরিচালক** **কারিতাস সিলেট অঞ্চল** সুরমাগেট খাদিমনগর সিলেট - ৩১০৩ ফোন: (০৮২১) ২৮৭০০৫১ মোবা: ০১৮১৮-১৩৮১৬৪

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আবেদন করার নিয়ম :

১. এস.এস.সি./সমমান পরীক্ষায় সর্বনিম্ন জি.পি.এ. ৩.০০ (সকল বিভাগের জন্য প্রযোজ্য) - ২০২৩ থেকে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে উত্তীর্ণ।
২. সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ নিজ হাতে লিখিত আবেদন পত্র।
৩. সদ্যতোলা পাসপোর্ট আকারের ২ কপি রঙিন ছবি।
৪. এস.এস.সি./সমমান পরীক্ষা পাশের নম্বরপত্র অথবা অন-লাইন কপি, প্রবেশপত্র, প্রশংসাপত্র ও জন্মনিবন্ধন এর সত্যায়িত ফটোকপি।
৫. পিতা ও মাতার পাসপোর্ট আকারের ১ কপি রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি ও মোবাইল নম্বর।

উপরোক্ত নিয়মাবলী কেবলমাত্র আঞ্চলিক কোটায় যারা ভর্তি হয়ে মট্‌স ক্যাম্পাসে অবস্থান করে পড়াশুনা করবে তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

এছাড়া সাধারণ অর্থাৎ অনাবাসিক (বাইরে অবস্থান করে) শিক্ষার্থী হিসেবে উপরোক্ত যে কোন টেকনোলজিতে মট্‌স এ পড়াশুনা করার সুযোগ রয়েছে। আগ্রহী প্রার্থী ভর্তির জন্য সরাসরি অথবা অনলাইনে মট্‌স এর সাথে যোগাযোগ করে ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ
ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক (প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা)
মট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি
১/সি-১/এ, পল্লবী, মিরপুর - ১২, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল ঃ ০১৩২৯-৬৩৯৫২১, ০১৩২৯-৬৩৯৫২২, ০১৩২৯-৬৩৯৫২৩
E-mail: general@mawts.org, mte@ mawts.org, Website : www.mawts.org

বিজ্ঞ/১৬১/২৫

মট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি কারিগরি শিক্ষার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

মায়ের কাছে ফেরা

জেসিকা লরেটো ডি' রোজারিও

খুবই চঞ্চল স্বভাবের মেয়ে পুষ্পা। কিন্তু পড়াশোনায় ভালো হওয়ায় তার পরিবারের সবাই তাকে ভীষণ ভালোবাসে এবং আদরও করে। গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে ওঠা পুষ্পার সকাল শুরু হয় পুকুরে হাত মুখ ধুয়ে। মায়ের হাতে বানানো নাস্তা খেয়ে সে চলে যায় স্কুলে। পুষ্পা ভালোবাসে পাখির সাথে গান গাইতে, ফুলের সাথে কথা বলতে, বৃষ্টিতে ভিজতে। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে পুষ্পা প্রকৃতির মতই সুন্দর এবং সরল। পুষ্পার মায়ের ইচ্ছে সে পড়াশোনা করে আরও অনেক বড় হবে। তার মা তাকে ঢাকায় হোস্টেলে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পুষ্পা এর আগে কখনোই ঢাকায় যায়নি। ঢাকা-শহর দেখতে কেমন সে জানে না। তবে সে শুনেছে ঢাকায় অনেক উঁচু উঁচু বিল্ডিং রয়েছে, রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া চলে। পুষ্পার ঢাকায় যেতে ইচ্ছে করে, গাড়ি ঘোড়াও দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু যখন সে ভাবে তার মাকে ছেড়ে থাকতে হবে তখন সে আর ঢাকায় যেতে রাজি হয় না। দুইদিন পর, রাতে পুষ্পার মা তার ব্যাগ গুছিয়ে দেয়। আগামীকাল সকালে তার বড় মামা আসবে তাকে নিতে। ঢাকার একটা নামকরা স্কুলে তাকে ভর্তি করানো হবে। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে। সকালে পাখির ডাকে ঘুম ভাঙ্গে পুষ্পার। বিছানা থেকে নেমে হাতমুখ ধুয়ে নিলো পুষ্পা। বাইরে শীতের হিমেল হাওয়া বইছে, চারদিক কুয়াশাচ্ছন্ন। এমন সময় নাকে এসে লাগে শীতের পিঠা পুলির ঘ্রাণ। মনে মনে ভাবে পুষ্পা নিশ্চয়ই তার মা পিঠে পুলি বানাচ্ছে। রান্না ঘরে গিয়ে পুষ্পা দেখে ঠিক তাই। সে তার মায়ের পাশে গিয়ে বসলো।

- মা , মামা কখন আসবে ?

- একটু পরেই চলে আসবে। এইনে, তোর প্রিয় চিতই পিঠা, পাটিসাপটা পিঠা বানিয়েছি, খেয়ে নে।

- মা, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।

- শোন মা, তুই হোস্টেল থেকে পড়াশোনা করলে একদিন অনেক বড় হবি, অনেক বড় চাকুরি করবি, মানুষের মতো মানুষ হবি। পুষ্পা কান্নাকাটি করলেও সে জানে তাকে ঢাকায় গিয়ে পড়তে হবে এবং মায়ের স্বপ্নপূরণ করতে হবে। মাকে বিদায় জানিয়ে পুষ্পা গাড়িতে উঠে তার বড় মামার সাথে চলে গেলো ঢাকায়, তার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরুর উদ্দেশে, খুব কান্না পাচ্ছিলো পুষ্পার, কিন্তু মামার সামনে লজ্জায় কাঁদতেও পারছিলো না। মনের মধ্যে একটা কষ্ট জমে আছে তার। এক সময় তারা ঢাকায় প্রবেশ করলো। এত উঁচু উঁচু বাড়ি আর বড় বড় গাড়ি, রাস্তা দেখে পুষ্পা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। মনে মনে ভাবতে লাগলো, এখানে তো গাছ-পালা, নদী-নালা কিছুই নেই। এসব ভাবতে ভাবতে এক সময় তারা পুষ্পার হোস্টেলে এসে পৌঁছালো। গ্রামের সেই সৌন্দর্য, সরলতা কিছুই এখানে নেই। তবুও এই নতুন পরিবেশে সে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। হোস্টেলের অন্যান্য মেয়েদের সাথে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেলো। কিন্তু নতুন এই পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারছিলো না কিছুতেই। ক্লাসে এবং পড়াশোনায়ও মনোযোগ দিতে পারছিলো না কিছুতেই। তার মন পড়ে আছে সুদূর দূরে। সেই পাখির কাছে, ফুলের কাছে। সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে তার মায়ের কথা। মা তাকে যে আদর করতো, মুখে তুলে খাইয়ে দিতো। প্রতি রাতেই সে তার মায়ের কথা ভেবে কাঁদে। পড়াশোনায় অমনোযোগী হওয়ায় টিচার বকা দিতো পুষ্পাকে। যার ফলে সে সবসময় মন খারাপ করে একা একা বসে থাকতো আর ভাবতো তার ফেলে আসা গ্রামের কথা, মায়ের কথা। ক্লাসের মেয়েরা পড়া না পাড়ায় তাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করতো, হাসাহাসি করতো, পুষ্পা তাই তার মায়ের আদরের কথা, ভালবাসার কথা বেশি মনে পড়তো। এখানে তাকে আদর করার কেউ নেই, অথচ গ্রামে সে সবার আদর পেতো। মনে মনে সে ভাবে, একদিন নিশ্চয়ই সে আবার তার ফেলে আসা গ্রামে ফিরে যেতে পারবে। এভাবেই তার দিন কাটতে লাগলো। কিন্তু একদিন সে স্কুলে একটা খারাপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। তাদেরই এক সহপাঠির পেন্সিল বক্স হারিয়ে যায়। তাই সবার ব্যাগে খোঁজ করা হয়। অবশেষে পুষ্পার ব্যাগে সেই পেন্সিল বক্সটা পাওয়া যায়। অনেক না বললেও পুষ্পার কথা কেউ বিশ্বাস করছিলো না। পুষ্পার খুব কষ্ট হচ্ছিলো সে বারবার বলতে থাকে, "সে এই কাজ করে নি, সে পেন্সিল বক্স নেয়নি।" কিন্তু তবুও সেই দুষ্ট মেয়েরা মিলে তাকে বারবার "চোর, চোর" বলে ক্ষ্যাপাতে থাকে। রাগে, দুঃখে অপমানে পুষ্পা এক দৌড়ে স্কুল থেকে বেড়িয়ে রাস্তায় চলে আসে। ঢাকা শহরের এই ব্যস্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে পুষ্পা ভাবতে থাকে এইবার সে ফিরে যাবে তার মায়ের কাছে। ঠিক তখনই একটা গাড়ি তাকে ধাক্কা মারে। রাস্তায় পড়ে যাওয়ার পর চারপাশে অনেক মানুষ পুষ্পাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে। পুষ্পার মাথা ফেটে রক্তে রাস্তা ভেসে যাচ্ছে। চোখ বুজে আসার আগে পুষ্পা কেবলই ভাবে তার আর মায়ের কাছে, পাখির কাছে, ফুলের কাছে, নদীর কাছে ফেরা হলোনা.....

বন্ধুত্ব মানে

অমিয় আগষ্টিন দালবৎ

বন্ধুত্ব হলো একটি দর্পণ,
যেখানে নিজেকে চেনা ও জানা যায়।
বন্ধুত্ব হলো একটি বাতি,
যা অন্ধকারে আমাদের পথ দেখায়।
বন্ধুত্ব হলো একটি সেতু,
যা কোনো দুর্যোগেও সহজে ভেঙ্গে পরে না।
বন্ধুত্ব হলো একটি ডায়েরি,
যেখানে মনের সব অনুভূতি আছে রাখা।
বন্ধুত্ব হলো একটি রুমাল,
যা শত কষ্টের জল মুছে দেয়।
বন্ধুত্ব হলো একটি ফ্রেম,
যেখানে স্মৃতির-পাতা আছে বন্দি।
বন্ধুত্ব হলো একটি উপহার,
যা আমরা প্রতিদিন উপভোগ করি।
বন্ধুত্ব হলো একটি বাহন,
যা আমাদের সঠিক গন্তব্যে পৌছে দেয়।
বন্ধুত্ব হলো একটি দান,
যা স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের দিয়ে থাকেন।
বন্ধুত্ব হলো একটি গুপ্তধন,
যা খুঁজে পেলে আনন্দই আর আনন্দ।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি

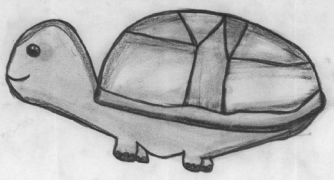

রোক্তিম গমেজ
মাদার মেরীস্ টিউটরিয়্যাল
শ্রেণি: ২য়

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে অনুষ্ঠিত হলো ধর্মপ্রদেশীয় সেমিনারীয়ানদের বার্ষিক মিলনমেলা অনুষ্ঠান

রিকসন টমাস কস্তা: গত ১০-১২ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী, বান্দুরাতে আনন্দ সহকারে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপ্রদেশীয় সেমিনারীয়ানদের বার্ষিক মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৮২ জন সেমিনারীয়ান অংশগ্রহণ করেন। এ বছরের বার্ষিক মিলনমেলার মূলভাব ছিলো: "যাজকীয় গঠন জীবনে আশার তীর্থযাত্রী"। জুবিলী বর্ষকে কেন্দ্র করে এই মূলভাবের উপর বিভিন্ন আলোচনা, সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ১০ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, সন্ধ্যায় ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর পরিচালক ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা ও ২ জন ডিকনের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। ১১ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ সকালে "যাজকীয় গঠন জীবনে আশার তীর্থযাত্রী" এই মূলভাবের উপর গোল্লা ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, জুবিলী বর্ষটা আশা ও প্রত্যাশার চিহ্ন এবং তা যেন সবার মধ্যে নবায়ন আনে। আমরা যেন অন্যের জন্য আশার তীর্থযাত্রী হতে পারি। এছাড়াও ১০টি দলে বিভক্ত হয়ে গঠন প্রার্থীরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। আলোচনার পর খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন ফাদার কল্লোল রোজারিও এবং আরো উপস্থিত ছিলেন ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা, ফাদার রিগ্যান পিউস কস্তা, ফাদার সনি মার্টিন রড্রিক্স, ৩ জন ডিকন, সেমিনারীয়ানগণ ও সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণ। রাতে আহারের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপ্রদেশীয় সেমিনারীয়ানদের বার্ষিক মিলনমেলার সমাপ্তি ঘটে।

জুবিলী বর্ষে আঠারোগ্রাম আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ অভিবাসী বিষয়ক সেমিনার

ফাদার রিগ্যান পিউস কস্তা: ১৯ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার জুবিলী বর্ষে আঠারোগ্রাম আঞ্চলিক পালকীয় পরিষদের আয়োজনে ও ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় ন্যায় ও শান্তি কমিটির সার্বিক সহযোগিতায় শুলপুর ধর্মপল্লীতে অভ্যন্তরীণ অভিবাসী বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন ফাদার অজিত ভিক্টর কস্তা ওএমআই এবং আঠারোগ্রাম অঞ্চলের কয়েকজন ফাদার, সিস্টার, শিক্ষকমণ্ডলী ও অভিবাসীসহ প্রায় ১৩৫ জন। ফাদার অজিত ভিক্টর কস্তা ওএমআই সেমিনারে "আশাময় ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে আমাদের তীর্থযাত্রা" মূলসুরের উপর ভিত্তি করে মূল সহভাগিতা ও খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। তিনি সহভাগিতায় বাইবেলে পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মে অভিবাসীর চিত্র ও পাশাপাশি মণ্ডলীতে অভিবাসীদের অবদান ও কার্যক্রম বিষয়গুলো এবং তাদের অভিবাসীদের সাথে ব্যক্তিগত যাত্রার অভিজ্ঞতাগুলো তুলে ধরেন। অতঃপর অভিবাসীরা দলভিত্তিক আলোচনা করেন। দলভিত্তিক আলোচনায় বিভিন্ন প্রশ্নের আলোকে তারা তাদের মতামত, অভিজ্ঞতা ও প্রত্যাশা তুলে ধরেন। আলোচনার প্রেক্ষিতে টমাস রোজারিও ও প্রভাত পিটার গমেজ তাদের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেন। আলোচনা শেষে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। এই সেমিনারে প্রায় ২৫ জন শিশু উপস্থিত ছিল। শেষে আঠারোগ্রাম আঞ্চলিক পালকীয় পরিষদ ও ধর্মপল্লীর পক্ষে ফাদার কমল কোড়াইয়া, পাল-পুরোহিত, শুলপুর ধর্মপল্লী, সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

'ডিজিটাল মিশনারী: আশা ও সত্যের সাক্ষী' বিষয়ক সারাদিনব্যাপী মিডিয়া সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের আয়োজনে গত ২৬ জুলাই ভাটারা ধর্মপল্লীতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন ধর্মপল্লীর যুবক-যুবতীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হলো দিনব্যাপী মিডিয়া সেমিনার। সেমিনারের মূলসুর ছিল:"ডিজিটাল মিশনারী : ডিজিটাল বিশ্বে আশা ও সত্যের সাক্ষী হওয়া"। অনুষ্ঠানে ঢাকা শহরের বিভিন্ন ধর্মপল্লীর প্রায় ষাট জন যুবক-যুবতীগণ অংশগ্রহণ করেন। ধর্মপল্লীর যুবক-যুবতীরা প্রার্থনার মধ্যদিয়ে সেমিনারের সূচনা করেন। প্রথমেই ভাটারা ঐশ করুণা ধর্মপল্লীর সহকারী পাল পুরোহিত ফাদার শিশির কোড়াইয়া সবাইকে স্বাগত জানান। কমিশনের আহ্বায়ক, খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সম্পাদক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং অনুষ্ঠানটি সার্বিকভাবে পরিচালনা করেন। "ডিজিটাল মিশনারী : ডিজিটাল বিশ্বে আশা ও সত্যের সাক্ষী হওয়া"-এ বিষয়ে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন কাফরুল ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা। ডিজিটাল যুগে মণ্ডলীর একজন খ্রিস্টভক্ত হিসেবে আমরা কিভাবে বাণী প্রচার করতে পারি, কিভাবে পারিবারিক জীবনে তা কাজে লাগাতে পারি, বিশ্বাস-আশা ও ভালোবাসার আলোকে মিডিয়া ব্যবহারের দিকনির্দেশনাবলী, ফেইক নিউজ চেনার উপায়-ফ্যাক্টচেকিং,

কপিরাইট সম্পর্কিত আলোচনা ও কনটেন্ট কিভাবে তৈরী করা হয়-এ সকল বিষয়গুলো নিয়ে বিশদ উপস্থাপন করেন। মূল বক্তব্য শেষে অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে তিনটি গ্রুপে ভাগ করে বিষয়ভিত্তিক প্যানেল আলোচনা হয়। প্যানেল আলোচনা পরিচালনা করেন ডিসি নিউজের ইনচার্জ রবীন ভাবুক, ডিজিটাল অনলাইন 'টেক-ভয়েস ২৪' এর প্রধান উজ্জ্বল এ গমেজ, আনন্দবার্তা মিডিয়ার মডারেটর নিউটন মন্ডল ও ঈশিতা ক্লারা গমেজ।

সেমিনার শেষ পর্যায়ে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার বুলবুল এ রিবেরু, ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা ও ফাদার শিশির কোড়াইয়া। খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতার এই যুগে যুবক-যুবতীদের ভার্চুয়াল জগতে আশা ও সত্যের সাক্ষী হওয়ার লক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের দায়িত্বশীল ব্যবহার করার উদ্দেশ্যই এই সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। তাই আমরা যেন খ্রিস্টীয় ভাব বজায় রেখে ডিজিটাল মিডিয়াতে উপস্থিত থাকতে পারি এবং ধীরে ধীরে ডিজিটাল প্লাটফর্মকে আরো বেশি জীবন উপযোগী করতে পারি। অনুষ্ঠানে সঞ্চালনায় ছিলেন যোগাযোগ কমিশনের সদস্য সাগর এস কোড়াইয়া ও লাকী ফ্লোরেন্স কোড়াইয়া। অনুষ্ঠানটিতে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ ও সিননিস বাংলাদেশ।

গোল্লা ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো যিশু নামজপ প্রার্থনা দলের মহাসম্মেলন

ফাদার রিগ্যান পিউস কস্তা: যিশু নামজপ প্রার্থনা দলের আয়োজনে ১৮ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার গোল্লা ধর্মপল্লীতে যিশু নামজপ প্রার্থনাদলের মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ফাদার স্ট্যানলী কস্তা, যিশু নামজপ প্রার্থনা দল, ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ, ফাদার সনি মার্টিন রড্রিক্স, ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা, ফাদার কল্লোল লরেন্স রোজারিও, ফাদার রিগ্যান পিউস কস্তা, ডোরা ডি'রোজারিও, সিস্টার মেরী সুধা এসএমআরএ সহ আঠারোগ্রাম অঞ্চল থেকে প্রায় ৩৫০ জন। সম্মেলনের মূলসুর হল "খ্রিস্টীয় জীবনের উৎস ও চরম প্রকাশ হল খ্রিস্টযাগ"। উদ্বোধনী প্রার্থনা ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ খ্রিস্টযাগ ও খ্রিস্টপ্রসাদীয় আধ্যাত্মিকতার উপর প্রথম উপস্থাপনা করেন এবং খ্রিস্টপ্রসাদীয় আরাধনা ও শোভাযাত্রার উপর উপস্থাপন করেন ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া। এরপর কয়েকজন যিশু নামের শক্তি ও আশ্চর্য ফলাফল নিয়ে জীবন সহভাগিতা করেন। রমনা সেমিনারীয়ান ও ফাদার সনি রড্রিক্স এর পরিচালনায় সাক্রামেন্তীয় আরাধনায় সকলে অংশগ্রহণ করে। দুপুরের আহার গ্রহণের পর যিশু নামজপ প্রার্থনা দলের সবাই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। অতঃপর যিশু নামের শক্তির বিষয়ে সহভাগিতা করেন ডোরাদি এবং অনেকে সাক্ষ্য প্রদান করেন। এছাড়া সমগ্র মহাসম্মেলনটি পরিচালনা, সমন্বয়ে ও উপস্থাপনায় ছিলেন নুপুর গমেজ। পরিশেষে, ফাদার স্ট্যানলী কস্তা সকলের উদ্দেশে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন।

Accounting পড়ানো হয়

HSC, BBA, BBS & MBA

HSC হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স, পরিসংখ্যান ও আইসিটি

- নটরডেম ও হলিক্রসদের জন্য আলাদা ব্যাচ
- বাসায় গিয়ে সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়।
- চাকুরীজীবীদের জন্য সুবিধাজনক সময়।

ফার্মগেইট: ২০/১, ইন্দিরা রোড (পরিচালনায় : বোর্ড পরীক্ষক)

মোবাইল : ০১৮৮৬-৫৯৩৬৯১

অফলাইন ও অনলাইনে পড়াশোনায় সহযোগিতা করা হয়।

বিজ্ঞ/১৬৪/২৫

বাংলাদেশ খ্রিষ্টান ছাত্রাবাস

৯৯, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

মোবাইল : ০১৭১১-২৪৪৩৯৬

ছাত্রাবাসে ছাত্র ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

২০২৫-২৬ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ খ্রিস্টান ছাত্রদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ খ্রিষ্টান ছাত্রাবাসে (আসাদগেট হোস্টেল) ভর্তির জন্য কিছু সংখ্যক সীট খালি আছে। ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্রদের আগামী ২৫ জুলাই - ১৫ আগস্ট, ২০২৫ তারিখ সকাল ০৮:০০ টা থেকে বিকাল ০৬:০০ টা পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম সংগ্রহ করতে ও ভর্তি সংক্রান্ত সকল তথ্য হোস্টেল অফিস থেকে জেনে নিতে/সংগ্রহ করতে বলা হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে,

হোস্টেল সুপার
ম্যানেজিং কমিটির পক্ষে
বাংলাদেশ খ্রিষ্টান ছাত্রাবাস
মোবাইল : ০১৭১১-২৪৪৩৯৬

ভর্তির জন্য যা প্রয়োজন:

১) এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষার মার্কসীট বা নম্বরপত্র
২) পাল-পুরোহিতের বা পালকের সার্টিফিকেট
৩) ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি,
৪) ভর্তিকৃত কলেজের রসিদ এবং কলেজের আইডি কার্ড
৫) জামানত ও ভর্তিসহ মাসিক বেতন।

বিজ্ঞ/১৬৬/২৫

দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্কো) লিমিটেড
The Central Association of Christian Co-operatives (CACCO) Limited

ছাপিতঃ ০১/০৫/২০০৭ খ্রিঃ, রেজি. নং-০৫, তারিখ: ১৯/০৭/২০১২ খ্রিঃ, Estd. 01/05/2007, Reg. No. 05, Date: 19/07/2012
১ম সংশোধিত রেজি. নং-সঅ-০১ (আইন), তারিখ: ০৫/০১/২০২৩ খ্রিঃ, ২য় সংশোধিত রেজি. নং-সঅ-০২ (আইন), তারিখ: ২০/০৩/২০২৪ খ্রিঃ
1st Amendment Reg. No. SA-01 (Act), Date: 05/01/2023, 2nd Amendment Reg. No. SA-02 (Act), Date: 20/03/2024

সূত্র নং - কাক্কো/সিইও/২০২৫/২১১

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

তারিখ ঃ ২৮/০৭/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্কো) লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিষদ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কোষ-এর ০৮/০৭/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত যৌথ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিম্নে বর্ণিত পদে নিয়োগের জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে যোগ্য খ্রিস্টান প্রার্থীদের নিকট থেকে আবেদনপত্র আহবান করা হচ্ছে।

পদের জন্য যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য শর্তাবলী ঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	লিঙ্গ	বেতন, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য
১	সিনিয়র অফিসার- একাউন্টস এন্ড এডমিন	০১ টি	পুরুষ/মহিলা	❖ হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী হতে হবে। ❖ কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট অপারেটরে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হতে হবে। ❖ সমবায় সমিতি আইন, বিধি-উপবিধি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। ❖ বয়স ৩০ থেকে ৪৫ এর মধ্যে হতে হবে (অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বয়স শিথিল যোগ্য)। ❖ সমবায় সমিতিতে বা সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানে হিসাব রক্ষণ ও অফিস এডমিন পদে নূন্যতম ৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ❖ একাউন্টিং সফ্টওয়্যার সম্পর্কে সম্যক বাস্তব ধারণা থাকতে হবে। ❖ বেতন আলোচনা সাপেক্ষে তবে প্রবেশনারি পিরিয়ড শেষে কাক্কো লিঃ-এর নিজস্ব পে-স্কেল অনুযায়ী বেতন ভাতা প্রদান করা হবে। ❖ অফিসের প্রয়োজনে যে কোন সময় যে কোন স্থানে কাজ করতে আগ্রহী হতে হবে।
২	অফিসার-অডিট	০১ টি	পুরুষ/মহিলা	❖ হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী হতে হবে। ❖ কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট অপারেটরে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হতে হবে। ❖ সমবায় সমিতি আইন, বিধি-উপবিধি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। ❖ বয়স ৩০ থেকে ৪৫ এর মধ্যে হতে হবে (অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বয়স শিথিল যোগ্য)। ❖ সমবায় সমিতিতে বা সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানে হিসাব রক্ষণ/সংশ্লিষ্ট পদে নূন্যতম ৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ❖ অডিটিং বিষয়ে কমপক্ষে তিন বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ❖ প্রবেশনারি পিরিয়ড ৬ মাস, প্রতি মাসে সর্বসাকুল্যে ৩৫,০০০/- (পয়ত্রিশ হাজার) টাকা মাত্র। প্রবেশনারি পিরিয়ড শেষে কাক্কো লিঃ-এর নিজস্ব পে-স্কেল অনুযায়ী বেতন ভাতা প্রদান করা হবে। ❖ অফিসের প্রয়োজনে যে কোন সময় যে কোন স্থানে কাজ করতে আগ্রহী হতে হবে।
৩	অফিসার-প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ	০১ টি	পুরুষ/মহিলা	❖ যে কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী হতে হবে। ❖ কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট অপারেটরে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হতে হবে। ❖ সমবায় সমিতি আইন, বিধি-উপবিধি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। ❖ বয়স ৩০ থেকে ৪৫ এর মধ্যে হতে হবে (অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বয়স শিথিল যোগ্য)। ❖ সমবায় সমিতিতে বা সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষক হিসেবে নূন্যতম ৫বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ❖ প্রবেশনারি পিরিয়ড ৬ মাস, প্রতি মাসে সর্বসাকুল্যে ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা মাত্র। প্রবেশনারি পিরিয়ড শেষে কাক্কো লিঃ-এর নিজস্ব পে-স্কেল অনুযায়ী বেতন ভাতা প্রদান করা হবে। ❖ অফিসের প্রয়োজনে যে কোন সময় যে কোন স্থানে কাজ করতে আগ্রহী হতে হবে।
৪	শিক্ষানবীস (ট্রেনিং, আইটি, একাউন্টস, এগ্রো)	০৪ টি	পুরুষ/মহিলা	❖ যে কোন বিষয়ে স্নাতক পাশ হতে হবে। ❖ কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট অপারেটরে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হতে হবে। ❖ প্রবেশনারি পিরিয়ড ৬ মাস, প্রতি মাসে সর্বসাকুল্যে ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা মাত্র। ❖ প্রবেশনারী পিরিয়ড যথাযথ যোগ্যতার সাথে সম্পন্নকারীকে সরাসরি জুনিয়র অফিসার হিসেবে নিয়োগদান পূর্বক কাক্কো লিঃ -এর বেতন স্কেল অনুযায়ী বেতন ও ভাতা প্রদান করা হবে। ❖ বয়স ২০ থেকে ৩০ এর মধ্যে হতে হবে। ❖ সমবায় সমিতি বিষয়ে আগ্রহী হতে হবে। ❖ অফিসের প্রয়োজনে যে কোন সময় যে কোন স্থানে কাজ করতে আগ্রহী হতে হবে।

আবেদনের শর্তাবলী ঃ-

১. ক) প্রার্থীর নাম, খ) পিতা/স্বামীর নাম, গ) মাতার নাম, ঘ) জন্ম তারিখ, ঙ) বর্তমান ঠিকানা, চ) স্থায়ী ঠিকানা, ছ) শিক্ষাগত যোগ্যতা, জ) ধর্ম, ঝ) জাতীয়তা, ঞ) ২ জন রেফারির নাম ও ঠিকানা এবং আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক ও মোবাইল নম্বর উল্লেখসহ আবেদনপত্র আগামী ২০ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, বিকাল ৫ঃ০০ ঘটিকার মধ্যে সরাসরি/ডাকযোগে/ই-মেইল/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে। (কাক্কো লি:-এর ই-মেইল: info@caccoltdbd.com)
২. আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদ পত্রের অনুলিপি, জাতীয়তার সনদ পত্র ও সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে।
৩. চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
৪. প্রবেশনারি পিরিয়ড ৬ মাস। চাকুরী স্থায়ীকরনের পর কাক্কো লিঃ -এর বেতন স্কেল অনুযায়ী বেতন ও ভাতা প্রদান করা হবে।
৫. আগ্রহী প্রার্থীকে অবশ্যই সৎ, কর্মঠ এবং সেবামূলক কাজে উদ্যোগী হতে হবে।
৬. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র উপযুক্ত প্রার্থীদের মোবাইল ফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য জানানো হবে। সাক্ষাৎকারের সময় প্রার্থীর মূল কাগজপত্র প্রদর্শন করতে হবে।
৭. কোন প্রকার তদবির বা সুপারিশ প্রার্থীর অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।
৮. ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।
৯. লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য কোন প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।
১০. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে -
ডমিনিক রঞ্জন পিউরিফিকেশন
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কাক্কো লিঃ

অনুলিপি ঃ ১। চেয়ারম্যান/সেক্রেটারী/ট্রেজারার, কাক্কো লিঃ ২। অফিস নথি।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা ঃ-
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্কো) লিমিটেড
নীড়-২৮, ৭৪/১ (২য় তলা), মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

বিজ্ঞ/১৬০/২৫

অফিস: নীড়-২৮, ৭৪/১ (২য় তলা), মনিপুরিপাড়া
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮ ০২-২২৩৩১৪০০৪, মোবাইল: +৮৮ ০১৩২৯-৭২২৯৮৯
ই-মেইল:info@caccoltdbd.com, ওয়েব:caccoltdbd.com

Office : Neer-28, 74/1 (1st Floor), Monipuripara,
Tejgaon, Dhaka-1215, Bangladesh
Phone : +88 02-223314004, Mobile : +88 01329-722989
E-mail: info@caccoltdbd.com, Web: caccoltdbd.com

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ২৬
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 26
Regd. No. DA-33
✦ 3 - 9 August 2025, ১৯ - ২৫ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
BOOK POST

নীড় ছাত্রী হোস্টেল

ভর্তি চলছে!

ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র
ফার্মগেটে
সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে পড়াশোনা ও থাকার জন্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
নীড় ছাত্রী হোস্টেল।

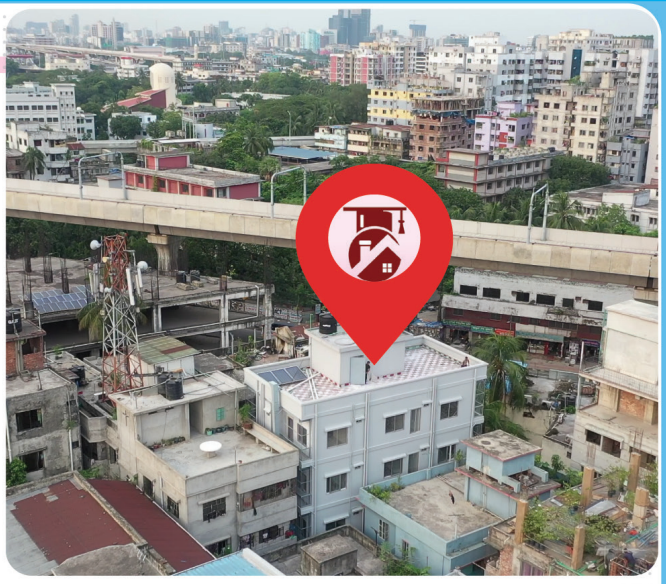

হোস্টেলের সুবিধা সমূহ

- স্বল্প খরচে মানসম্মত খাবারের ব্যবস্থা
- আলাদা বেড, পড়ার টেবিল ও লকার সুবিধা
- পানি, বিদ্যুৎ, লন্ড্রি সার্ভিস, পরিচ্ছন্নতা কর্মী সুবিধা
- ওয়াই ফাই, আইপিএস সুবিধা ও
- সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

BOOK NOW

৭৮, পশ্চিম তেজতুরীবাজার,
ফার্মগেট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

CALL NOW
01329648555

A concern of
দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.

বিজ্ঞ/১৫৮/২৫

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org